ইলেক্ট্রস্টিল স্টিলস লিমিটেড বনাম

ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া ও অন্যান্যরা ইত্যাদি

(২০২১ সালের দেওয়ানি আপিল নম্বর ৭৫৭৬-৭৫৭৭)

৯ই ডিসেম্বর, ২০২১

[ইন্দিরা ব্যানার্জি এবং জে কে মহেশ্বরী, বিচারপতিদ্বয়]

পরিবেশ সুরক্ষা আইন, ১৯৮৬ – এক্স পোস্ট ফ্যাক্টো পরিবেশগত ছাড়পত্র – তাৎক্ষণিক মামলায়, আপিলকারী বোকারা জেলায় ইস্পাত কারখানা স্থাপনের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র (ইসি) মঞ্জুর করার জন্য ভারত সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের কাছে আবেদন করেছিলেন – আপিলকারী তার আবেদনে বলেছিলেন যে প্রকল্পে কোনও বনভূমি জড়িত ছিল না – ইসি পাওয়ার পর, আপিলকারী ১৯৮১ সালের বায়ু (দূষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ) আইনের অধীনে 'প্রতিষ্ঠার সম্মতি' (সিটিই) মঞ্জুর করার জন্য জেএসপিসিবি-এর কাছে আবেদন করেছিলেন – জেএসপিসিবি ইস্পাত কারখানা স্থাপনের জন্য আপিলকারীকে সিটিই মঞ্জুর করেছিল – যদিও আপিলকারীকে বোকারো জেলায় একটি ইস্পাত কারখানা স্থাপনের জন্য সিটিই মঞ্জুর করা হয়েছিল, আপিলকারী অনুমোদিত স্থান থেকে ৫.৩ কিলোমিটার দূরে এটি স্থাপন করেছিলেন – সময়ে সময়ে সিটিই বাড়ানো হয়েছিল – যাইহোক, জেএসপিসিবি আপিলকারীর ইসি প্রত্যাহার করে একটি আদেশ জারি করেছিল এই কারণে যে আপিলকারী বনভূমি দখল করেছেন এবং শর্ত লঙ্ঘন করে সেখানে তার অবস্থান স্থানান্তর করেছেন। ইসি – আপিলকারী হাইকোর্টে রিট পিটিশন দায়ের করেন যেখানে হাইকোর্ট জেএসপিসিবি-এর আদেশের পরিচালনা, বাস্তবায়ন এবং বাস্তবায়ন স্থগিত রাখার জন্য একটি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ দেন যা সময়সীমার জন্য বর্ধিত করা হয়েছিল এরই মধ্যে, আপিলকারী এক্সপোস্ট ফ্যাক্টো ফরেস্ট ক্লিয়ারেন্স (এফসি) এর জন্য আবেদন করেন যা হাইকোর্টেও দাবি করা হয়েছিল - তবে, চূড়ান্ত শুনানির পর, হাইকোর্ট পূর্ববর্তী অন্তর্বর্তীকালীন আদেশগুলি বাতিল করার আদেশ দেন – আপিলের উপর, স্থগিত: ১৯৮৬ সালের আইন এক্সপোস্ট ফ্যাক্টো পরিবেশগত ছাড়পত্র নিষিদ্ধ করে না – এক্সপোস্ট ফ্যাক্টো পরিবেশগত ছাড়পত্র নিয়মিতভাবে মঞ্জুর করা উচিত নয়, তবে ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে সমস্ত প্রাসঙ্গিক পরিবেশগত কারণ বিবেচনা করে – এক্সপোস্ট ফ্যাক্টো অনুমোদন কেবলমাত্র শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে আটকে রাখা উচিত নয় – বর্তমান বাস্তবতায়, ইসি বা জেএসপিসিবি-এর সম্মতি ছাড়া ইস্পাত কারখানা শুরু করা হয়নি – আপিলকারী দাবি করেছিলেন যে ইস্পাত কারখানার কোনও অংশ এমন কোনও বনে নেই যা এমওইএফ ও নিশ্চিত করেছে – আপিলকারী তার অধিকার এবং যুক্তির প্রতি কোনও ক্ষতি না এক্সপোস্ট ফ্যাক্টো ফরেস্ট ক্লিয়ারেন্স অনুমোদনের জন্য যথাযথভাবে আবেদন করেছিলেন যে তার ইস্পাত কারখানা বনভূমিতে নয়-

অর্থনীতিতে অবদানকারী এবং শত শত মানুষকে জীবিকা প্রদানকারী একটি প্রতিষ্ঠানকে পূর্ববর্তী ইসি ছাড়া তার স্থান স্থানান্তরের প্রযুক্তিগত অনিয়মের জন্য বন্ধ করা উচিত নয়-জে এস. পি. সি. বি-কে আইন অনুসারে সংশোধিত ইসির জন্য আবেদনকারীর আবেদনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল-হাইকোর্ট দুই বছর ধরে কার্যকর অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ খালি করার ক্ষেত্রে ভুল করেছে।

আপিলের অনুমতি প্রদান করে, আদালত

স্থির করেঃ ১. প্রশ্ন হলো, দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখছে এবং শত শত মানুষের জীবিকা নির্বাহ করছে এমন একটি প্রতিষ্ঠান কি পরিবেশগত ছাড়পত্র ছাড়াই স্থান স্থানান্তরের কারিগরি অনিয়মের জন্য বন্ধ করে দেওয়া উচিত, প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র এবং অনুমতি গ্রহণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটিকে তার কার্যক্রম নিয়মিত করার সুযোগ না দিয়ে, যদিও প্রতিষ্ঠানটি অন্যথায় দূষণ আইন লঙ্ঘন করছে না, অথবা দূষণ, যদি থাকে, সুবিধাজনকভাবে এবং কার্যকরভাবে পরীক্ষা করা যেতে পারে। উত্তরটি নেতিবাচক হতে হবে।

২. ১৯৮৬ সালের আইন প্রাক-বাস্তবিক পরিবেশগত ছাড়পত্র নিষিদ্ধ করে না। কিছু ছাড় এবং এমনকি আইন অনুসারে প্রাক-বাস্তবিক ইসি মঞ্জুর, বিধি, প্রবিধান বিজ্ঞপ্তি এবং/অথবা প্রযোজ্য আদেশের কঠোর সম্মতিতে, যথাযথ ক্ষেত্রে, যেখানে প্রকল্পগুলি মেনে চলছে, বা পরিবেশগত নিয়ম মেনে চলতে পারে, তা অনুমোদনযোগ্য নয়। আদালত অর্থনীতি বা প্রকল্পে নিযুক্ত শত শত কর্মচারী এবং অন্যান্যদের জীবিকা রক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবহেলা করতে পারে না, যদি এই ধরনের প্রকল্পগুলি পরিবেশগত নিয়ম মেনে চলে।

৩। তবে, এক্স-পোস্ট ফ্যাক্টো পরিবেশগত ছাড়পত্র নিয়মিতভাবে দেওয়া উচিত নয়, তবে ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে সকল প্রাসঙ্গিক পরিবেশগত বিষয় বিবেচনা করে দেওয়া উচিত। যেখানে এক্স-পোস্ট ফ্যাক্টো অনুমোদনের প্রতিকূল পরিণতি এক্স-পোস্ট ফ্যাক্টো অনুমোদনের মাধ্যমে কোনও শিল্পের পরিচালনা নিয়মিতকরণের পরিণতির চেয়ে বেশি এবং সংশ্লিষ্ট শিল্প বা প্রতিষ্ঠানটি অন্যথায় প্রয়োজনীয় দূষণের নিয়ম মেনে চলে,

প্রযোজ্য বিধি, প্রবিধান এবং/অথবা বিজ্ঞপ্তিগুলির সাথে কঠোরভাবে সঙ্গতি রেখে আইন অনুসারে কার্যোত্তর অনুমোদন দেওয়া উচিত। কার্যোত্তর অনুমোদন কেবল শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে আটকানো উচিত নয়। বিচ্যুত শিল্পকে 'দূষণকারী অর্থ প্রদান' নীতির ভিত্তিতে ভারী জরিমানা আরোপ করে শাস্তি দেওয়া যেতে পারে এবং এর থেকে পরিবেশ পুনরুদ্ধারের খরচ আদায় করা যেতে পারে।

৪। এই আদালত বলেছিল যে, হাইকোর্ট বিতর্কিত আদেশটি পাস করার ক্ষেত্রে ভুল করেছে, দুই বছর ধরে কার্যকর অন্তর্বর্তীকালীন আদেশগুলি খালি করে দিয়েছে। বিতর্কিত আদেশটি আনুপাতিকতার নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এটি এমন কোনও মামলা নয় যেখানে পরিবেশগত ছাড়পত্র বা জে এস. পি. সি. বি-র সম্মতি ছাড়াই ইস্পাত কারখানাটি শুরু করা হয়েছিল। আপিলকারী মৌজা মাউজা দক্ষিণ পর্বতপুরে ১৩৫০ একর জমিতে একটি সমন্বিত ইস্পাত কারখানা (৩ এম. টি. পি. এ) স্থাপনের জন্য আবেদন করেছিলেন এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র পেয়েছিলেন, যেমনটি উপরে দেখা গেছে। ২০০৮ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি পরিবেশগত ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছিল এবং জে এস. পি. সি. বি দ্বারা ৫ই মে পরিচালনার সম্মতি দেওয়া হয়েছিল। বিতর্কিত আদেশটি পাস করার সময় হাইকোর্ট ৩০০ জন নিয়মিত এবং ৭০০ জন চুক্তিভিত্তিক শ্রমিকের সমন্বিত ইস্পাত কারখানা বন্ধের পরিণতিকে উপেক্ষা করে। আলেম্বিক ফার্মাসিউটিক্যালস-এ এই আদালতের রায় যে তথ্যের ভিত্তিতে আলাদা ছিল তাও হাইকোর্ট উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়। উপরন্তু, একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার অনুমতি দেওয়া অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের ধারাবাহিকতা বা এমনকি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সংশোধিত ইসি মঞ্জুর করা 'দূষণকারী বেতন' নীতির ভিত্তিতে জরিমানা আরোপ সহ লঙ্ঘনের জন্য সেই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। জে এস. পি. সি. বি-কে তিন মাসের মধ্যে আইন অনুসারে সংশোধিত ইসি-র জন্য আবেদনকারীর আবেদনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর এনভিরো-লিগ্যাল অ্যাকশন ও অন্যান্যরা বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া ও অন্যান্যরা (১৯৯৬) ৩ এস. সি. সি ২১২: [১৯৯৬] ২ এস. সি. আর ৫০৩ আলেম্বিক ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড বনাম রোহিত প্রজাপতি এবং অন্যান্যরা ২০২০ এস. সি. সি অনলাইন এস. সি ৩৪৭; লাফার্জ উমিয়াম মাইনিং প্রাইভেট লিমিটেড বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া (২০১১) ৭ এস. সি. সি ৩৩৮: [২০১১] ৭ এস. সি. আর ৯৫৪-উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলার প্রসঙ্গ

[১৯৯৬] ২ এসসিআর ৫০৩	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ৪৭
[২০১১] ৭ এসসিআর ৯৫৪	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ৮৫

দেওয়ানি আপিল এখতিয়ারঃ ২০২১ সালের দেওয়ানি আপিল নম্বর ৭৫৭৬-৭৫৭৭।

২০১৮ সালের ডব্লিউ পি (সি) নং ৪৮৫০ এবং ১৮৭৩ সালে রাঁচিতে ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টের ১৬.০৯.২০২০ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে উদ্ভুত।

আপিলকারীর পক্ষে ছিলেন হরিশ এন সালভে, কৃষ্ণন ভেনুগোপাল, প্রবীণ আইনজীবী, সুশ্রী অনুরাধা দত্ত, সুশ্রী সুমন যাদব, সুশ্রী নিকিতা সুরি, ধ্রুব নায়ার, কুণাল দত্ত, নিনাদ লাউড, অনিশ কাপুর, সুশ্রী বি বিজয়লক্ষ্মী মেনন, ইভো ডি কোস্টা, আদিত্য প্রতাপ সিং, আইনজীবীরা।

বিক্রমজিৎ ব্যানার্জি, এ. এস. জি, গুরমিত সিং মক্কের, শৈলেশ মাদিয়াল, কেতন পল, সুশ্রী দিওয়ানশি এইচ রাঠি, রাঘবেন্দ্র এস শ্রীবৎস, রবিশঙ্কর দ্বিবেদী, কুমার অনুরাগ সিং, সৌরভ জৈন, সুশ্রী তুলিকা মুখার্জি, জেইন এ খান, শ্বেতাঙ্ক সিং, সুশ্রী আস্থা শ্রেষ্ঠা, রাজেশ আর দুবে, সন্তোষ মিশ্র, আইনজীবীরা উত্তরদাতাদের পক্ষে.

আদালতের রায় প্রদান করেন

ইন্দিরা ব্যানার্জি, বিচারপতি

১। অনুমতি মঞ্জুর করেন।

২। এই আপিলগুলি ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখের একটি আদেশের বিরুদ্ধে - যা ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টের একটি একক বেঞ্চ কর্তৃক ২০১৮ সালের ডব্লিউ.পি. (সি) নং ১৮৭৩ এবং ২০১৮ সালের ডব্লিউ.পি. (সি) নং ৪৮৫০-এ পাস হয়েছিল, যা হাইকোর্ট কর্তৃক পূর্বে প্রদত্ত অন্তর্বর্তীকালীন আদেশগুলিকে বাতিল করে, আপিলকারীকে উত্তরদাতা - ঝাড়খণ্ড রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড, যা পরবর্তীতে ''জেএসপিসিবি'' নামে পরিচিত, এর তত্ত্বাবধানে তার ইউনিট পরিচালনা করার অনুমতি দেয়, যা দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে কার্যকর ছিল।

৩. আবেদনকারী ঝাড়খণ্ডের বোকারো জেলায় একটি ১.৫ এমটিপিএ সমন্বিত ইস্পাত কারখানার মালিক এবং পরিচালনা করেন। বোকারোতে উল্লিখিত ইস্পাত কারখানা, যা ৩,০০০ নিয়মিত কর্মচারী এবং ৭০০০ চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী নিয়োগ করে, আর্থিক বছরে ৪২০০ কোটি টাকার ইস্পাত উৎপাদন করেছে।

৪. আপিলকারী দাবি করেছেন যে ইস্পাত কারখানায় নিয়মিত বা চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী হিসাবে প্রকৃতপক্ষে নিযুক্ত ব্যক্তি ব্যতীত প্রায় ৩০,০০০ ব্যক্তি তাদের জীবিকার জন্য ইস্পাত কারখানার উপর নির্ভর করে।

৫. কর্পোরেট ইনসল্ভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস (সি. আই. আর. পি) ২০১৬ সালের ইনসল্ভেন্সি ও ব্যাঙ্করাপসি কোডের অধীনে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে শুরু হয়েছিল। সফল রেজোলিউশন আবেদনকারী হিসাবে, বেদান্ত লিমিটেড তার ঋণ পরিশোধের জন্য ৫,৩২০ কোটি টাকা পরিশোধের পরে ২০১৮ সালের ৪ই জুন বা তার কাছাকাছি সময়ে আবেদনকারীর দায়িত্ব গ্রহণ করে।

৬. দূষণ এবং পরিবেশের ফলস্বরূপ অবনতি উদ্বেগজনক অনুপাত ধরে নিয়েছে এবং সর্বজনীন উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ধোঁয়া, ধোঁয়া, মোটর এবং মেশিন ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রিন হাউস গ্যাসের নির্গমন এবং কল, কারখানা ও উদ্ভিদের পরিচালনা পরিবেশগত অবক্ষয়ের কারণ।

৭. জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে পরিবেশ রক্ষা ও উন্নতি এবং দূষণ প্রতিরোধের জন্য আলোচনা ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৮। ১৯৭২ সালে স্টকহোমে মানব পরিবেশ বিষয়ক জাতিসংঘ সম্মেলন আহ্বান করা হয়েছিল যাতে পরিবেশ রক্ষা ও উন্নতির উপায় ও উপায় বের করা যায়। আলোচনার সময় মনে করা হয়েছিল যে পরিবেশ দূষণ মোকাবেলায় আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন। ভারত সম্মেলনে অংশ নিয়েছিল এবং পরিবেশগত উদ্বেগের কথা জোরালোভাবে বলেছিল।

৯। পরিবেশ (সুরক্ষা) আইন, ১৯৮৬, যা পরবর্তীতে "১৯৮৬ আইন" হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, ১৯৭২ সালের জুন মাসে স্টকহোমে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের মানব পরিবেশ সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তের ফলস্বরূপ প্রণীত হয়েছে।

১০. ১৯৮৬ সালের আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য ও কারণের বিবৃতি ঘোষণা করে যে, এই আইনটি পরিবেশের উপর সমন্বয়ের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছে, যা ষাটের দশক থেকে বিশ্বজুড়ে বৃদ্ধি পেয়েছে।

১১. ১৯৮৬ সালের আইনের ৩ ধারার উপ-ধারা (১) কেন্দ্রীয় সরকারকে পরিবেশের গুণমান রক্ষা ও উন্নত করতে এবং পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও হ্রাস করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বা সমীচীন বলে মনে হতে পারে এমন সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান করে।

১২.১৯৮৬ সালের আইনের ৩য় ধারার উপ-ধারা (২) কেন্দ্রীয় সরকারকে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি নিতে সক্ষম করেঃ

"(i) রাজ্য সরকার, আধিকারিকদের দ্বারা পদক্ষেপের সমন্বয় এবং অন্যান্য কর্তৃপক্ষ-

(ক) এই আইনের অধীনে, অথবা এর অধীনে প্রণীত বিধি; অথবা

(খ) এই আইনের উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কিত আপাতত বলবৎ অন্য কোনও আইনের অধীনে;

(ii) পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ এবং হ্রাসের জন্য একটি দেশব্যাপী কর্মসূচির পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন;

(iii) পরিবেশের বিভিন্ন দিকের গুণমানের জন্য মান নির্ধারণ করা;

(iv) বিভিন্ন উৎস থেকে পরিবেশ দূষণকারী পদার্থের নির্গমন বা নিঃসরণের জন্য মান নির্ধারণ করাঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীনে বিভিন্ন উৎস থেকে নির্গমন বা নিষ্কাশনের জন্য বিভিন্ন মান নির্ধারণ করা যেতে পারে যা এই ধরনের উৎস থেকে পরিবেশ দূষণকারীদের নির্গমন বা নিঃসরণের গুণমান বা গঠনকে বিবেচনা করে;

(v) এমন ক্ষেত্রগুলির সীমাবদ্ধতা যেখানে কোনও শিল্প, ক্রিয়াকলাপ বা প্রক্রিয়া বা শিল্প, ক্রিয়াকলাপ বা প্রক্রিয়াগুলির শ্রেণী পরিচালিত হবে না বা নির্দিষ্ট সুরক্ষা সাপেক্ষে পরিচালিত হবে;

(vi) দুর্ঘটনা প্রতিরোধের জন্য পদ্ধতি এবং সুরক্ষা ব্যবস্থা নির্ধারণ করা যা পরিবেশ দূষণের কারণ হতে পারে এবং এই ধরনের দুর্ঘটনার জন্য প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা;

(vii) বিপজ্জনক পদার্থ পরিচালনার জন্য পদ্ধতি এবং সুরক্ষা ব্যবস্থা নির্ধারণ করা;

(viii) এই ধরনের উৎপাদন প্রক্রিয়া, উপকরণ এবং পদার্থের পরীক্ষা যা সম্ভবত ১০ পরিবেশ দূষণের কারণ;

(ix) পরিবেশ দূষণের সমস্যা সম্পর্কিত তদন্ত ও গবেষণা পরিচালনা ও পৃষ্ঠপোষকতা করা;

(x) যে কোনও প্রাঙ্গণ, কারখানা, সরঞ্জাম, 'উৎপাদন বা অন্যান্য প্রক্রিয়া, উপকরণ বা পদার্থের পরিদর্শন এবং আদেশ দ্বারা, প্রয়োজনীয় বিবেচনা করে এমন কর্তৃপক্ষ, কর্মকর্তা বা ব্যক্তিদের এই ধরনের নির্দেশ দেওয়া ১০ পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ এবং হ্রাসের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ;

(xi) এই আইনের অধীনে এই ধরনের পরিবেশগত পরীক্ষাগার এবং প্রতিষ্ঠানগুলির উপর ন্যস্ত কাজগুলি সম্পাদনের জন্য পরিবেশগত পরীক্ষাগার এবং প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিষ্ঠা বা স্বীকৃতি;

(xii) পরিবেশ দূষণ সম্পর্কিত বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ ও প্রচার;

(xiii) পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ এবং হ্রাস সম্পর্কিত ম্যানুয়াল, কোড বা গাইড প্রস্তুত করা;

(xiv) এই আইনের বিধানগুলির কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজনীয় বা সমীচীন বলে মনে করে এমন অন্যান্য বিষয়।

১৩. ১৯৮৬ সালের আইনের ৩ ধারার উপ-ধারা (৩) নিম্নরূপ বিধান করেঃ

"কেন্দ্রীয় সরকার, যদি এই আইনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বা 'সমর্থনযোগ্য' মনে করে, তাহলে সরকারি গেজেটে প্রকাশিত আদেশের মাধ্যমে, 'এই আইনের' অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা ও কার্যাবলী (ধারা ৫ এর অধীনে নির্দেশ জারি করার ক্ষমতা সহ) প্রয়োগ ও সম্পাদনের উদ্দেশ্যে এবং উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত বিষয়গুলির বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে, 'এই আইনের' অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ এবং এই আদেশের বিধান সাপেক্ষে, এই ধরনের 'কর্তৃপক্ষ বা কর্তৃপক্ষ আদেশে উল্লিখিত ক্ষমতা প্রয়োগ বা কার্য সম্পাদন করতে বা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে, যেন এই আইনের দ্বারা এই কর্তৃপক্ষ বা কর্তৃপক্ষকে সেই ক্ষমতা প্রয়োগ বা এই কার্যাবলী সম্পাদন করার জন্য ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।''

১৪। ১৯৮৬ সালের আইনের বিধান সাপেক্ষে, কেন্দ্রীয় সরকারের ৩ নং ধারার উপ-ধারা (১) এর অধীনে পরিবেশের গুণমান রক্ষা ও উন্নত করার উদ্দেশ্যে এবং পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও হ্রাস করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বা সমীচীন বলে মনে করে এমন সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা রয়েছে।

১৫. ১৯৮৬ সালের আইনের ৫ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, অন্য কোনও আইনে যা কিছু থাকুক না কেন, কিন্তু ১৯৮৬ সালের আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৮৬ সালের আইনের অধীনে তার ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য যে কোনও ব্যক্তি, কর্মকর্তা বা কোনও কর্তৃপক্ষকে লিখিত নির্দেশ জারি করতে পারে এবং এই ধরনের ব্যক্তি, কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষ এই নির্দেশগুলি মেনে চলতে বাধ্য থাকবে।

১৬. ১৯৮৬ সালের আইনের ধারা ৩ এর উপ-ধারা (১) এবং উপ-ধারা (২) এর প্রকরন (v) দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, যা পরিবেশ (সুরক্ষা) বিধি, ১৯৮৬ এর বিধি ৫(৩)(ঘ) সহ পঠিত

হয়। কেন্দ্রীয় সরকার ২৭শে জানুয়ারী ১৯৯৪ তারিখে পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন বিজ্ঞপ্তি জারি করে নির্দেশ দেয় যে, সরকারি গেজেটে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে, বিজ্ঞপ্তির তফসিল ১-এ তালিকাভুক্ত কোনও কার্যকলাপ বা নতুন প্রকল্পের সম্প্রসারণ বা আধুনিকীকরণ ভারতের কোনও অংশে করা হবে না, যদি না বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত পদ্ধতি অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র (ই সি) প্রদান করা হয়।

১৭. উক্ত প্রকরনের ধারা (২) (১)-এর অধীনে, যে কোনও ব্যক্তি যিনি তফসিল ১-এ তালিকাভুক্ত কোনও নতুন প্রকল্প গ্রহণ করতে চান, তাঁকে তফসিল ২-এ নির্দিষ্ট প্রো ফর্মাতে সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রকের (এমওইএফ) কাছে একটি আবেদন জমা দিতে হবে, যার সাথে একটি প্রকল্প প্রতিবেদন থাকবে যা এমওইএফ দ্বারা জারি করা নির্দেশিকা অনুসারে প্রস্তুত ইআইএ (পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন) প্রতিবেদন/পরিবেশ পরিচালন পরিকল্পনা (ই. এম. পি) অন্তর্ভুক্ত করবে। ২০০৬ সালে আরেকটি পরিবেশগত প্রভাব বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল, যে প্রকল্পগুলি সাইটে কাজ শুরু করেছিল সেগুলির জন্য শর্তাবলী এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র দেওয়ার জন্য।

১৮। প্রকল্পের প্রস্তাবকের আবেদনের সঙ্গে জমা দেওয়া ই. আই. এ রিপোর্টটি ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট এজেন্সি (আই. এ. এ), অর্থাৎ এম. ও. ই. এফ দ্বারা মূল্যায়ন ও মূল্যায়ন করতে হবে এবং যদি প্রয়োজন বলে মনে করা হয়, তবে এটি তফসিল আই. আই. এল-এ নির্ধারিত পদ্ধতিতে গঠিত বিশেষজ্ঞদের একটি কমিটির সাথে পরামর্শ করতে পারে বিশেষজ্ঞদের কমিটির স্থানটিতে প্রবেশ ও পরিদর্শনের সম্পূর্ণ অধিকার থাকবে। ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট এজেন্সি প্রকল্পের প্রস্তাবক দ্বারা প্রদত্ত নথি এবং তথ্যের প্রযুক্তিগত মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে সুপারিশগুলির একটি সেট প্রস্তুত করবে, সাইট পরিদর্শন করার সময় সংগৃহীত তথ্য দ্বারা পরিপূরক, ক্ষতিগ্রস্থ জনসংখ্যা এবং পরিবেশগত গোষ্ঠীগুলির সাথে কথোপকথন, যদি প্রয়োজন হয়। প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ, যে শর্ত সাপেক্ষে ইসি দেওয়া হয়েছে, তা জনস্বার্থ সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট পক্ষ বা পরিবেশগত গোষ্ঠীগুলির কাছে উপলব্ধ করা হবে। ইএএ সেই উদ্দেশ্যে গণশুনানির ব্যবস্থা করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জনসাধারণের মতামত চাইতে পারে। জনস্বার্থ সাপেক্ষে, জনসাধারণকে ইআইএ রিপোর্ট/পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার (ই. এম. পি) সারসংক্ষেপের অ্যাক্সেস দেওয়া হবে। প্ল্যান্টের নির্মাণ বা পরিচালনা শুরু করার জন্য প্রদত্ত ছাড়পত্র পাঁচ বছরের জন্য বৈধ হবে। পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন বিজ্ঞপ্তির চতুর্থ ধারায় ইসি-র শর্তাবলী এবং/অথবা এল. এ. এ দ্বারা নির্ধারিত সুপারিশ ও শর্তাবলীর বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে।

ইলেক্ট্রস্টিল স্টিলস লিমিটেড বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া ৮৭১

[ইন্দিরা ব্যানার্জি, বিচারপতি]

১৯। ১৯৯৪ সালের ২৭শে জানুয়ারি উল্লিখিত পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন প্রজ্ঞাপনে ১০ই এপ্রিল ১৯৯৭ তারিখের একটি বিজ্ঞপ্তি দ্বারা একটি ছোটখাটো সংশোধনী করা হয়েছিল, যা জনসাধারণের শুনানির জন্য একটি বিস্তারিত পদ্ধতি নির্ধারণ করে।

২০। ১০ই এপ্রিল ২০০১ তারিখের এস.ও. ৩২৭(ঙ), তারিখের একটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে, যা ভারতের গেজেট, অতিরিক্ত, পৃ. ॥, ধারা ৩(ii), তারিখের ১২ই এপ্রিল ২০০১ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৮৬ সালের আইনের ৫ ধারার অধীনে, সংশ্লিষ্ট রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড/কমিটির চেয়ারম্যানদের উপর অর্পিত ক্ষমতা অর্পণ করেছে যাতে তারা পরিবেশ (সুরক্ষা) আইন, ১৯৮৬ এর অধীনে অবহিত জৈব চিকিৎসা বর্জ্য, বিপজ্জনক রাসায়নিক, শিল্প কঠিন বর্জ্য এবং পৌরসভার কঠিন বর্জ্য, যার মধ্যে প্লাস্টিক বর্জ্য অন্তর্ভুক্ত, সম্পর্কিত মান এবং নিয়ম লঙ্ঘনের জন্য যে কোনও শিল্প বা স্থানীয় বা অন্য কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ জারি করতে পারে। শর্ত সাপেক্ষে যে কেন্দ্রীয় সরকার এই ধরনের ক্ষমতা অর্পণ প্রত্যাহার করতে পারে অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের মতামতে, যদি জনস্বার্থে এই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজন হয়, তাহলে আইনের ৫ ধারার বিধানগুলি নিজেই প্রয়োগ করতে পারে।

২১। ২০০৭ সালের ৮ই জানুয়ারি বা তার কাছাকাছি সময়ে, আবেদনকারী ভারত সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের কাছে আবেদন করেছিলেন, এরপরে বোকারো জেলার চন্দনকিয়ারি ব্লকের মাউজা দক্ষিণ পর্বতপুরে ৩ এমটিপিএ সমন্বিত ইস্পাত কারখানা স্থাপনের জন্য ইসি অনুদানের জন্য "এমওইএফ ও সিসি" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

২২। তার আবেদনে, আপিলকারী বলেছিলেন যে বোকারো জেলার চন্দনকিয়ারি ব্লকের মাউজা দক্ষিণ পর্বতপুরে উক্ত প্ল্যান্টটি স্থাপনের জন্য ১৩৫০ একর জমি প্রয়োজন ছিল এবং এই প্রকল্পে কোনও বনভূমি জড়িত ছিল না।

২৩। ২০০৮ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখের একটি চিঠির মাধ্যমে আবেদনকারীকে ইসি মঞ্জুর করা হয়। ইসি পাওয়ার পর, আবেদনকারী জে এস. পি. সি. বি-তে আবেদন করেন, বায়ু (দূষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮১-এর অধীনে 'প্রতিষ্ঠার সম্মতি' (সিটিই) মঞ্জুর করার জন্য, যা এরপরে বায়ু দূষণ আইন এবং জল (দূষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৭৪ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যা এরপরে জল দূষণ আইন হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

২৪। ২০০৮ সালের ৫ই মে, জে এস. পি. সি. বি বোকারো জেলার চন্দনকিয়ারি ব্লকের মাউজা দক্ষিণ পর্বতপুরে ৩টি এম. টি. পি. এ সমন্বিত ইস্পাত কারখানা স্থাপনের জন্য আবেদনকারীকে সি. টি. ই মঞ্জুর করে। এম. ও. ই. এফ ও সি. সি কর্তৃক প্রদত্ত ইসি-র ভিত্তিতে সি. টি. ই মঞ্জুর করা হয়েছিল।

২৫। সি. টি. ই-র মেয়াদ পর্যায়ক্রমে ৪ই মে ২০১১ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছিল। যদিও সি. টি. ই-কে বোকারো জেলার চন্দনকিয়ারি ব্লকের মাউজা দক্ষিণ পর্বতপুরে একটি ইস্পাত কারখানা স্থাপনের জন্য আবেদনকারীকে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, তবুও আবেদনকারী সেই জায়গা থেকে ৫.৩ কিলোমিটার দূরে বোকারো জেলার চাস ব্লকের মাউজা ভাগবন্ধে ইস্পাত কারখানা স্থাপন করেছিলেন, যার জন্য ইসি এবং সি. টি. ই-কে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

২৬. ভারত সরকারের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় (এম ও ই এফ) কর্তৃক ২২শে জানুয়ারী, ২০১০ তারিখের একটি সার্কুলার নং জে-১১০১৩/৪১/২০০৬-১ক.২(i) জারি করা হয়েছিল, যেখানে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখ করা হয়েছিল:

"এই মন্ত্রকের নজরে এমন কিছু ঘটনা এসেছে যেখানে প্রকল্পের প্রবক্তারা উল্লিখিত প্রকল্পটিকে পরিবেশগত ছাড়পত্র দেওয়ার পরে বা গণশুনানি হওয়ার পরে প্রকল্পের স্থান পরিবর্তন করেছেন। প্রকল্পের প্রবক্তারা পরিবেশগত ছাড়পত্র পাওয়ার জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিটি নতুন করে না করে পরিবেশগত ছাড়পত্র পুনর্বিবেচনার জন্য এই মন্ত্রকের কাছে যোগাযোগ করেছেন। বিষয়টি মন্ত্রকে বিবেচনা করা হয়েছে। প্রকল্পের স্থান পরিবর্তনের ফলে প্রকল্পে আক্রান্ত ব্যক্তিদের পরিবর্তনের পাশাপাশি অধ্যয়নের ক্ষেত্র এবং প্রভাব অঞ্চলের পরিবর্তন ঘটবে। তাই পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদন এবং কোনও নির্দিষ্ট স্থানের জন্য পরিচালিত গণশুনানি পরিবর্তিত অবস্থানের জন্য বৈধ হতে পারে না। তদনুসারে, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে গণশুনানি অনুষ্ঠিত হওয়ার পরে প্রকল্প স্থানের যে কোনও স্থানান্তরকে একটি নতুন প্রস্তাব হিসাবে বিবেচনা করা হবে এবং ইআইএ বিজ্ঞপ্তি ২০০৬-এর অধীনে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে নতুন করে মূল্যায়ন করা হবে যদি সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ মূল্যায়ন কমিটি সন্তুষ্ট হয় যে স্থানান্তরটি এতটাই ছোট যে ইআইএ/ইএমপিতে কোনও পরিবর্তন নেই, যা যথাযথভাবে মিনিটগুলিতে রেকর্ড করা হয়েছে এবং পরিবর্তিত অবস্থানের জন্য নতুন করে গণশুনানি না করার জন্য যথাক্রমে বিভাগ 'এ'/বিভাগ 'বি' প্রকল্পের জন্য উপদেষ্টা (ভারপ্রাপ্ত)/এসইআইএএর পূর্ব অনুমোদন প্রাপ্ত হয়।

এটি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের সাথে সম্পর্কিত। "

২৭। ৪ই মে ২০১০ তারিখে রেফারেন্স নং ১১৪২ নামে একটি যোগাযোগের মাধ্যমে, জেলা ডি. এফ. ও (জেলা বন কর্মকর্তা) বোকারো জে এস. পি. সি. বি-কে বোকারোর চাস ব্লকের মাউজা ভাগবন্ধের বনভূমিতে সমন্বিত ইস্পাত কারখানা স্থাপনের জন্য আপিলকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানান যে

জেলা, বন সংরক্ষণ আইন ১৯৮০ এবং ভারতীয় বন আইন ১৯২৭ লঙ্ঘন করেছে। ডি. এফ. ও, বোকারো আপিলকারী কর্তৃক জে এস. পি. সি. বি-কে অবহিত বনভূমির একর জমি দখলের অভিযোগ দিয়েছে।

২৮. মনে করা হচ্ছে যে, আপিলকারীর কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় বন আইন, ১৯২৭, বন সংরক্ষণ আইন, ১৯৮০ এবং বিহার পাবলিক ল্যান্ড এনক্রোচমেন্ট অ্যাক্ট, ১৯৫৫-এর অধীনে মামলা শুরু করা হয়েছিল, যা ঝাড়খণ্ড হাইকোর্ট ২৫শে জানুয়ারী ২০১১ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে বাতিল করে দিয়েছে।

২৯। ২০১০ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর বা তার কাছাকাছি সময়ে আবেদনকারী বায়ু দূষণ আইন এবং জল দূষণ আইনের অধীনে তার ৩৫০ মিটার বিস্ফোরণ চুল্লি পরিচালনার জন্য সম্মতি (সিটিও)-র জন্য আবেদন করেন। পরে ২০১১ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর, আবেদনকারী তার পুরো কারখানার ক্ষেত্রে সিটিও-র জন্য আবেদন করেন।

৩০। আপিলকারীকে সম্বোধন করে ২ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখের একটি চিঠির মাধ্যমে, এমওইএফ নিশ্চিত করেছে যে আপিলকারীর ৩ এমটিপিএ ইন্টিগ্রেটেড স্টিল প্ল্যান্টের বিন্যাস পরিবেশগত প্রভাব অঞ্চলের মধ্যে রয়েছে এবং ক্ষতিগ্রস্থ লোকেরা একটি পাবলিক শুনানিতে অংশ নেওয়ার সুযোগ পেয়েছে।

৩১। ২০১২ সালের ১৮ই মে তারিখের চিঠির মাধ্যমে, জে এস. পি. সি. বি বনভূমিতে আপিলকারীর দখলদারিত্ব এবং বন সংরক্ষণ আইন, ১৯৮০-এর আপিলকারী কর্তৃক লঙ্ঘনের অভিযোগ এম. ও. ই. এফ ও সি. সি, নয়াদিল্লিতে জানিয়েছিল। এম. ও. ই. এফ ও সি. সি-কে এম. ও. ই. সি ও সি দ্বারা প্রদত্ত পরিবেশ ছাড়পত্রের শর্ত লঙ্ঘন করে বোকারো জেলার চন্দনকিয়ারি ব্লকের মাউজা দক্ষিণ পর্বতপুর থেকে বোকারো জেলার চাস ব্লকের মাউজা ভগবন্ধে সমন্বিত ইস্পাত কারখানাটি অননুমোদিতভাবে স্থানান্তর করার বিষয়েও অবহিত করা হয়েছিল।

৩২। জে এস. পি. সি. বি-র প্রতিবেদন অনুসারে, এম. ও. ই. এফ ও সি. সি ১৯৮৬ সালের আইনের ৫ ধারার অধীনে আবেদনকারীকে ৬ই জুন ২০১২ তারিখে একটি কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করে। আপিলকারী ২০শে জুন ২০১২ তারিখে কারণ দর্শানোর নোটিশে তার জবাব জমা দেন।

৩৩। ১০ই সেপ্টেম্বর ২০১২-এ, আবেদনকারী জল দূষণ আইন এবং বায়ু দূষণ আইনের অধীনে এক বছরের জন্য সি. টি. ও-র জন্য আই. এস. পি. সি. বি-তে আবেদন করেন। আবেদনকারীর মতে, আপিলকারীকে জারি করা কারণ দর্শানোর নোটিশের ফলাফল জে এস. পি. সি. বি-কে অবহিত করার জন্য এম. ও. ই. এফ ও সি. সি-কে অনুরোধ করে এম. ও. ই. এফ ও সি. সি-তে বেশ কয়েকটি অনুস্মারক পাঠানো হয়েছিল। তবে, জে এস. পি. সি. বি-কে এম. ও. ই. এফ ও সি-র সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবহিত করা হয়নি।

৩৪। আপিলকারী ঝাড়খন্ড হাইকোর্টে ডব্লিউ. পি. নং ২২৪৭/২০১২ নামে একটি রিট পিটিশন দায়ের করেছেন যাতে আপিলকারী সিটিও মঞ্জুর করার জন্য জে এস. পি. সি. বি-র উপর আদেশ দেওয়া হয়। উক্ত রিট পিটিশনটি ৫ই নভেম্বর ২০১২ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছিল, যার কার্যকরী অংশটি এখানে নীচে দেওয়া হয়েছেঃ-

"উত্তরদাতা ১ এবং ২ আবেদনকারীর আবেদন বিবেচনা করার জন্য এবং তাদের দ্বারা আশ্বাস হিসাবে, যদি প্রয়োজন হয়, আবেদনকারীদের শুনানির সুযোগ দিন এবং আইনের তথ্য ও বিধান এবং সম্পর্কিত সিদ্ধান্তগুলি বিবেচনা করার পরে, এই আদেশের একটি অনুলিপি প্রাপ্তি/উপস্থাপনের তারিখ থেকে পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে আবেদনকারীর আবেদন নিষ্পত্তি করবেন।"

৩৫। ২৭শে নভেম্বর ২০১৩ তারিখে বা তার কাছাকাছি সময়ে, আপিলকারীর সিটিও-র আবেদনটি এই কারণে খারিজ করা হয়েছিল যে আপিলকারী ১৯৮০ সালের বন সংরক্ষণ আইন লঙ্ঘন করে তার ইস্পাত কারখানার স্থান স্থানান্তর করেছেন এবং বনভূমিতে দখল করেছেন। ২৭শে নভেম্বর ২০১৩ তারিখের আদেশের কার্যকরী অংশে বলা হয়েছে:-

“এই পর্যায়ে, ৬.৬.২০১২ তারিখের কারণ দর্শানোর নোটিশের বিষয়ে নতুন দিল্লির এম ওঁ ই এফ এবং সি সি-এর সিদ্ধান্তের চূড়ান্ত ফলাফল সাপেক্ষে, আমরা বায়ু (দূষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮১ এর ধারা ২১(৪) এবং জল (দূষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৭৪ এর ধারা ২৫(৪) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে সিটিও-র আবেদনটি নিষ্পত্তি করছি, উপরোক্ত কারণে সিটিও-কে ইউনিটে "প্রত্যাখ্যান" করে।”

৩৬। আপিলকারী ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টে ২০১২ সালের ডব্লিউ. পি. (সি) নং ২২৪৭-এ ২০১৩ সালের অবমাননার মামলা (সি) নং ৯৩৯ হওয়ার জন্য একটি আবেদন দায়ের করেন। অবমাননার পিটিশনে ২৯ই নভেম্বর ২০১৩ তারিখের একটি আদেশ অনুসারে, জে এস. পি. সি. বি আপিলকারীকে সিটিও মঞ্জুর করার আবেদনগুলি নিষ্পত্তি করে।

৩৭। ২০১৩ সালের ১৭ই এপ্রিল তারিখের একটি চিঠির মাধ্যমে, এমওইএফ এবং সিসি আবেদনকারীর দ্বারা দখল করা বনভূমির বিষয়ে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের কাছ থেকে একটি স্থিতি প্রতিবেদন চেয়েছিল। বন বিভাগ ১৩ই মে, ২০১৪ তারিখে এমওইএফ এবং সিসিতে একটি প্রতিবেদন জমা দিয়েছে।

৩৮। এরপরে, ২০ই অক্টোবর ২০১৪ তারিখের একটি চিঠির মাধ্যমে, নতুন দিল্লির এমওইএফ ও সিসি, ঝাড়খণ্ড সরকারের বন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিভাগকে ভারতীয় বন আইন, ১৯২৭ এবং বন সংরক্ষণ আইন, ১৯৮০-এর বিধান লঙ্ঘনের জন্য আবেদনকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেয়। উপরোক্ত আদেশের সাথে সম্মতি রেখে, জেএসপিসিবি বেদনকারীকে বায়ু দূষণ আইনের ধারা ৩১ (এ) এবং জল দূষণ আইনের ধারা ৩৩ (এ) এর অধীনে তার কারখানা বন্ধ করার নির্দেশ দেয়।

৩৯। ২০১৫ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারির একটি মেমোতে ঝাড়খণ্ড সরকারের বন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন দপ্তর ঝাড়খণ্ডের রাঁচির ডি. জি. পি এবং বোকারোর ডেপুটি কমিশনারকে ভারত সরকারের এম. ও. ই. এফ ও সি-র ২০১৪ সালের ২০শে অক্টোবরের চিঠির আলোকে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার এবং একটি ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

৪০। জে এস. পি. সি. বি-র উপরোক্ত আদেশকে আপিলকারী চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টে ২০১৫ সালের ডব্লিউ. পি (সি) নামে একটি রিট পিটিশন দাখিল করেন। ৫ই ফেব্রুয়ারী ২০১৬ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে হাইকোর্ট জে এস. পি. সি. বি-র আদেশটি খারিজ করে দেয় যে এটি প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘন করে পাস করা হয়েছে। তবে, হাইকোর্ট রায় দেয় যে জে এস. পি. সি. বি আপিলকারীকে শুনানির সুযোগ দেওয়ার পরে আইন অনুসারে একটি আদেশ পাস করার স্বাধীনতা পাবে।

৪১। এরপরে, ২৫শে এপ্রিল ২০১৬ তারিখের একটি কারণ দর্শানোর নোটিশ আপিলকারীকে জারি করা হয়েছিল। আপিলকারী ২৮শে সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব দিয়েছিলেন, এই যুক্তি দিয়ে যে আপিলকারী কোনও বনভূমিতে তার প্ল্যান্ট স্থাপন করেননি এবং সমস্ত দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তবে, ঝাড়খণ্ডের প্রধান প্রধান বন সংরক্ষক (পি. সি. সি. এফ) ৮ই আগস্ট ২০১৬ তারিখের একটি যোগাযোগের মাধ্যমে জে এস. পি. সি. বি-কে জানিয়েছিলেন যে আপিলকারী বনভূমি দখল করেছেন। এরপরে জে এস. পি. সি. বি আবারও আপিলকারীকে পি. সি. সি. এফ, ঝাড়খণ্ডের দেওয়া তথ্যের আলোকে কারণ দেখানোর আহ্বান জানিয়েছিল। আপিলকারী ২৮শে সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখের একটি চিঠিতে পুনর্ব্যক্ত করেছিলেন যে প্ল্যান্ট প্রাঙ্গণে কোনও বনভূমি ছিল না।

৪২. জে এস. পি. সি. বি ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টের ৫ই ফেব্রুয়ারী ২০১৬ তারিখের নির্দেশ এবং সি. টি. ও-র আবেদনের আলোকে কারণ দর্শানোর নোটিশ নিষ্পত্তি করে ১৩ শতাংশ ফেব্রুয়ারী ২০১৭ তারিখের একটি আদেশ জারি করেছে। জে এস. পি. সি. বি আপিলকারীকে সি. টি. ও মঞ্জুর করেছে যা ৩১ই ডিসেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত বৈধ ছিল।

৪৩. এমওইএফ ও সিসি এবং রাজ্য পরিবেশ প্রভাব মূল্যায়ন কর্তৃপক্ষ, ইতিমধ্যে পরিবেশ প্রভাব মূল্যায়ন বিজ্ঞপ্তি, ২০০৬-এর অধীনে প্রকল্পগুলির জন্য রেফারেন্স এবং পরিবেশগত ছাড়পত্রের শর্তাবলী মঞ্জুর করার জন্য প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করে যা সাইটে কাজ শুরু করেছিল, পরিবেশগত ছাড়পত্রের সীমা অতিক্রম করে উৎপাদন প্রসারিত করেছিল বা পূর্ববর্তী পরিবেশগত ছাড়পত্র না পেয়ে পণ্য মিশ্রণ পরিবর্তন করেছিল।

৪৪। এমওইএফ এবং সিসি পরিবেশের গুণমান রক্ষা এবং উন্নত করার উদ্দেশ্যে এবং পরিবেশ দূষণ হ্রাস করার উদ্দেশ্যে পরিবেশ প্রভাব মূল্যায়ন বিজ্ঞপ্তি, ২০০৬-এর অধীনে পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ মেনে না চলা সমস্ত সংস্থাকে যথাযথ পদ্ধতিতে পরিবেশ আইন মেনে চলা প্রয়োজন বলে মনে করে।

৪৫. এমওইএফ এবং সিসি এই ধরনের প্রকল্প এবং ক্রিয়াকলাপগুলিকে অনিয়ন্ত্রিত এবং অনিয়ন্ত্রিত রাখার পরিবর্তে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পরিবেশ আইন মেনে চলা প্রয়োজন বলে মনে করেছিল, যা পরিবেশের জন্য আরও ক্ষতিকারক হবে।

৪৬। এই উদ্দেশ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, ভারত সরকার নিয়ম লঙ্ঘনের মামলাগুলির মূল্যায়নের জন্য একটি প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করা এবং এমন পর্যাপ্ত পরিবেশগত সুরক্ষা নির্ধারণ করা অপরিহার্য বলে মনে করেছিল যা 'পরিবেশের প্রভাব মূল্যায়ন বিজ্ঞপ্তি, ২০০৬-এর বিধানগুলির লঙ্ঘন রোধ করবে এবং নিশ্চিত করবে যে পরিবেশের ক্ষতির জন্য পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে।

৪৭। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর এনভিরো-লিগ্যাল অ্যাকশন ও অন্যান্যরা বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া ও অন্যান্যরা[১] -এ সুপ্রিম কোর্ট পরিবেশ আইনের প্রাসঙ্গিক বিধানগুলি বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে ১৯৮৬ সালের আইনের বিধানগুলির অধীনে 'পরিবেশ রক্ষা ও প্রচারের জন্য প্রয়োজনীয় বা সমীচীন ব্যবস্থা' বাস্তবায়নের জন্য ক্ষয়ক্ষতি আদায় করা যেতে পারে। এই আদালত নিশ্চিত করেছে যে ১৯৮৬ সালের আইনের ৩ ধারার অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বিস্তৃত ছিল এবং এতে কোনও কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করার, কোনও শিল্প বন্ধ করার, প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়ার এবং যেখানে প্রয়োজন সেখানে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার খরচ মেটানোর জন্য উত্তরদাতাদের দায়বদ্ধতার প্রশ্নটিও "দূষণকারী অর্থ প্রদান করে" নীতি থেকে দেখা যেতে পারে।

৪৮। পরিবেশ (সুরক্ষা) বিধিমালা, ১৯৮৬-এর বিধি ৫ (৩) (ঘ)-এর সঙ্গে পঠিত ১৯৮৬ সালের আইনের ধারা ৩ (১) এবং ধারা ৩ (২) (v -এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে কেন্দ্রীয় সরকার ১৪ই মার্চ ২০১৭ তারিখের ধারা ৮০৪ (ই) হিসাবে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে যা ১৯৮৬ সালের আইন বা এর অধীনে জারি করা ই. আই. এ প্রজ্ঞাপনের অধীনে ই. সি না পেয়ে কোনও প্রকল্প শুরু করা, অব্যাহত রাখা বা সম্পন্ন করা প্রকল্প প্রবক্তাদের জন্য প্রাক-কার্যকরী ই. সি অনুদানের ব্যবস্থা করে।

---

[১](১৯৯৬) ৩ এস. সি. সি ২১২

৪৯. উক্ত বিজ্ঞপ্তির ৩,৪ এবং ৫ অনুচ্ছেদ নিম্নরূপঃ

"(৩) লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে, পরিবেশ (সুরক্ষা) আইন, ১৯৮৬ এর ধারা ১৯ এর বিধান অনুসারে সংশ্লিষ্ট রাজ্য বা রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড কর্তৃক প্রকল্প প্রস্তাবকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং তদুপরি, পরিবেশগত ছাড়পত্র না পাওয়া পর্যন্ত প্রকল্প পরিচালনা বা দখলের কোনও সম্মতিপত্র জারি করা হবে না।

(৪) লঙ্ঘনের ঘটনাগুলি সংশ্লিষ্ট সেক্টর কর্তৃক মূল্যায়ন করা হবে। পরিবেশ (সুরক্ষা) আইন, ১৯৮৬ এর ধারা ৩ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীনে গঠিত বিশেষজ্ঞ মূল্যায়ন কমিটি। এই কমিটিগুলি মূল্যায়ন করবে যে প্রকল্পটি এমন একটি স্থানে নির্মিত হয়েছে যা প্রচলিত আইন অনুসারে অনুমোদিত এবং সম্প্রসারণ করা হয়েছে যা পরিবেশগত নিয়ম মেনে পর্যাপ্ত পরিবেশগত সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে টেকসইভাবে পরিচালিত হতে পারে। এবং যদি বিশেষজ্ঞ মূল্যায়ন কমিটির সিদ্ধান্ত নেতিবাচক হয়, তাহলে আইন অনুসারে অন্যান্য পদক্ষেপের সাথে প্রকল্পটি বন্ধ করার সুপারিশ করা হবে।

(৫) যদি উপরোক্ত উপ-অনুচ্ছেদ (৪) এর উপর বিশেষজ্ঞ মূল্যায়ন কমিটির ফলাফল ইতিবাচক হয়, তাহলে এই বিভাগের আওতাধীন প্রকল্পগুলিকে পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন এবং পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত রেফারেন্স শর্তাবলী নির্ধারণ করা হবে। অধিকন্তু, বিশেষজ্ঞ মূল্যায়ন কমিটি পরিবেশগত ক্ষতি, সংস্কার পরিকল্পনা এবং প্রাকৃতিক ও সম্প্রদায় সম্পদ বৃদ্ধি পরিকল্পনা মূল্যায়ন প্রকল্পের জন্য একটি নির্দিষ্ট রেফারেন্স শর্তাবলী নির্ধারণ করবে এবং এটি অনুমোদিত পরামর্শদাতাদের দ্বারা পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদনের একটি স্বাধীন অধ্যায় হিসাবে প্রস্তুত করা হবে। পরিবেশগত ক্ষতি মূল্যায়নের জন্য তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ, সংস্কার পরিকল্পনা এবং প্রাকৃতিক ও সম্প্রদায় সম্পদ বৃদ্ধি পরিকল্পনা প্রস্তুতি পরিবেশ (সুরক্ষা) আইন, ১৯৮৬ এর অধীনে যথাযথভাবে অবহিত একটি পরিবেশগত পরীক্ষাগার, অথবা জাতীয় অ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড ফর টেস্টিং অ্যান্ড ক্যালিব্রেশন ল্যাবরেটরিজ কর্তৃক অনুমোদিত একটি পরিবেশগত পরীক্ষাগার অথবা পরিবেশ ক্ষেত্রে কর্মরত একটি বৈজ্ঞানিক ও শিল্প গবেষণা প্রতিষ্ঠানের একটি পরীক্ষাগার দ্বারা করা হবে।

৫০। ২০১৭ সালের ২৪শে আগস্ট বা প্রায় ৫০ শতাংশ আবেদনকারী পাঁচ বছরের জন্য সিটিও-র জন্য আবেদন করেন। ২০১৭ সালের ১৩ই নভেম্বর, জে এস. পি. সি. বি আপিলকারীকে একটি কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করে আবেদনকারীকে পূর্বে প্রদত্ত কনসেন্ট টু অপারেট (সিটিও) শর্তগুলির কথিত লঙ্ঘনের দিকে ইঙ্গিত করে। পাঁচ বছরের জন্য সিটিও-র আবেদন মুলতুবি থাকাকালীন সিটিও-র শর্ত লঙ্ঘন করা হয়েছে কিনা তা কারণ দর্শানোর জন্য আবেদনকারীকে ডাকা হয়েছিল।

৫১. ২০১৭ সালের ২৩শে নভেম্বর, আপিলকারী সি. টি. ও-র শর্তাবলী মেনে চলার নির্দেশ সম্বলিত কারণ দর্শানোর নোটিশে তার অনলাইন জবাব জমা দেন।

৫২। ১৮ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখের একটি যোগাযোগ নং ২১০৫ এর মাধ্যমে জেএসপিসিবি ঝাড়খণ্ডের পার্বতপুরে সমন্বিত প্ল্যান্টের জন্য ইসি মঞ্জুরির শর্তাবলী মেনে না চলার জন্য ইসি বাতিলের আইন, ১৯৮৬ সালের ৫ ধারার অধীনে আপিলকারীকে জারি করা কারণ দর্শানোর নোটিশের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জেএসপিসিবিকে অবহিত করার জন্য মন্ত্রণালয় পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করেছে।

৫৩। আপিলকারীর কাছে সিটিও জারি/পুনর্নবীকরণ করতে জে এস. পি. সি. বি-র ব্যর্থতায় ক্ষুব্ধ হয়ে, ২৪শে আগস্ট ২০১৭ তারিখে করা আবেদন অনুসারে, আপিলকারী ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টে ২০১৮ সালের ১২ই এপ্রিল বা তার কাছাকাছি সময়ে ডব্লিউ. পি. (সি) নং ১৮৭৩ নামে একটি রিট পিটিশন দায়ের করেন যাতে আবেদনকারীকে সিটিও জারি করার জন্য জে এস. পি. সি. বি-কে নির্দেশ দেওয়া হয়।

৫৪। ১৬ই জুলাই ২০১৮ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে, হাইকোর্ট আই. এস. পি. সি. বি-কে আদেশে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ২৪শে আগস্ট ২০১৭ তারিখে আপিলকারীর দায়ের করা টি. ও-এর পুনর্নবীকরণ/অনুদানের আবেদনের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্দেশ দেয়।

৫৫। হাইকোর্ট আরও একটি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ জারি করে যে আপিলকারীকে জে এস. পি. সি. বি-র তত্ত্বাবধায়ক ও নিয়ন্ত্রক নিয়ন্ত্রণের অধীনে তার ইউনিট পরিচালনা করার অনুমতি দেওয়া হবে, যারা দূষণ নিয়ন্ত্রণ আইনের আপিলকারীর দ্বারা মেনে চলা সম্পর্কে পর্যায়ক্রমিক পরীক্ষা করতে পারে।

৫৬. আই. এস. পি. সি. বি ২১শে আগস্ট, ২০১৮ তারিখে একটি আদেশ জারি করে, সেই পর্যায়ে সিটিও-র জন্য আপিলকারীর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে, আবেদনকারীকে জারি করা কারণ দর্শানোর নোটিশের বিষয়ে এমওইএফ ও সিসির সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে। উক্ত আদেশের কার্যকরী অংশটি এখানে নীচে দেওয়া হয়েছেঃ

"এই পর্যায়ে, এম ও ই এফ এবং সি সি, নয়াদিল্লির ৬.৬.২০১২ তারিখের কারণ দর্শানোর নোটিশের চূড়ান্ত ফলাফল সাপেক্ষে, আমরা ক্ষমতা প্রয়োগ করে সি টি ও-এর আবেদনটি নিষ্পত্তি করছি। - বায়ু (দূষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, 1981 এর ধারা 21(4) এবং জল (দূষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন,

১৯৭৪ এর ধারা ২৫(৪০) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে সি টি ও-কে উপরোক্ত কারণে ইউনিটে "প্রত্যাখ্যান" করে।

৫৭। এরপর আপিলকারী ২০১৮ সালের রিট পিটিশন নং ১৮৭৩ সংশোধনের আবেদন নিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। ২০১৮ সালের ২৫শে আগস্টের একটি আদেশের মাধ্যমে, হাইকোর্ট রিট পিটিশন সংশোধনের আবেদন মঞ্জুর করে এবং সংশোধিত রিট পিটিশনে তাদের প্রতিক্রিয়া দাখিল করার জন্য উত্তরদাতাকে নির্দেশ দেয়। হাইকোর্ট আরও নির্দেশ দেয়ঃ-

'১০. অন্তর্বর্তীকালীন ত্রাণের ক্ষেত্রে, এই আদালত দেখেছে যে, উত্তরদাতা-ঝাড়খণ্ড রাজ্য-দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড কর্তৃক ২৩.০৮.২০১৮ তারিখের প্রদত্ত আদেশটি পরিবেশ, বন ও জলবায়ু মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের উপর সরাসরি নির্ভরশীল বলে মনে হচ্ছে। আবেদনকারীকে ২০১২ সালে জারি করা কারণ দর্শানোর উপর পরিবর্তন। ভারত ইউনিয়নের পক্ষে উপস্থিত আইনজীবীর দাখিল অনুসারে, তারা শীঘ্রই আবেদনকারীর শুনানির পর এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন। সেই অনুযায়ী, ঝাড়খণ্ড রাজ্য-দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত ২৩.০৮.২০১৮ তারিখের আদেশের কার্যকারিতা, বাস্তবায়ন এবং বাস্তবায়ন ২৭.০৯.২০১৮ তারিখ পর্যন্ত স্থগিত করা হল এবং ১৬.০৭.২০১৮ তারিখের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশটি ২৭.০৯.২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বর্ধিত করা হল।

১১. পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে, আবেদনকারীর ইউনিটটি পরিচালিত ইউনিট এবং আবেদনকারীর এই ইউনিটে বিপুল সংখ্যক কর্মচারী কর্মরত থাকার বিষয়টি বিবেচনা করে, এই আদালত এটি যথাযথ বলে মনে করে যে আবেদনকারীর পরিবেশগত ছাড়পত্র সম্পর্কিত বিষয়টি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিষ্পত্তি করা উচিত।

১২. আরও দেখা যাচ্ছে যে আবেদনকারীর জন্য তাদের অধিকার (অধিকার, স্বত্ব, স্বার্থ, দখল এবং আবেদনকারীর সম্পত্তির প্রকৃতি সহ) প্রতি কোনও ক্ষতি না করে, অভিযোগকৃত লঙ্ঘন নিয়মিতকরণের জন্য ভারত ইউনিয়নের কাছে তাদের প্রস্তাব/আবেদন নিয়ে যোগাযোগ করা এবং ৬.৬.২০১২ তারিখে জারি করা কারণ দর্শানোর নোটিশ অনুসারে ভারত ইউনিয়নের উত্তরদাতা কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেওয়ার জন্য উন্মুক্ত এবং সম্ভব হলে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ, একই সাথে

নিয়মিতকরণের জন্য আবেদনকারীর পূর্বোক্ত আবেদনটি আবেদনকারীর কারণ দর্শানোর উত্তরের সাথে বিবেচনা করুন যাতে পুরো বিরোধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং আবেদনকারীর তার ইউনিটের ভাগ্য সম্পর্কেও স্পষ্টতা থাকতে পারে। ভারত ইউনিয়ন কর্তৃক যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে তা উভয় পক্ষের দ্বারা ২৫.০৯.২০১৮ দ্বারা সম্পূরক হলফনামা দাখিল করে রেকর্ড করা হবে।

১৩. আই. এ, ২০১৮ সালের ৭৬১০ নং এবং ২০১৮ সালের ১. এ নং ৭৬১৩ এর নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

১৪। এটা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে এই আদালত আবেদনকারীর দাবির যোগ্যতার দিকে যায়নি এবং আইন অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ৩ নং উত্তরদাতার জন্য উন্মুক্ত থাকবে।''

৫৮। ২০১৮ সালের ২৫শে আগস্ট তারিখের পূর্বোক্ত আদেশের মাধ্যমে, হাইকোর্ট এমওইএফ-কে নির্দেশ দেয় যে, ই. সি-র পক্ষে আপিলকারীর আবেদনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত, সেইসঙ্গে আবেদনকারীর দ্বারা উদ্ভিদটির অবস্থান স্থানান্তরিত করে বনভূমি দখল করে ই. সি-র বিধান লঙ্ঘনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।

৫৯। ৩১শে আগস্ট ২০১৮ তারিখে, এম ও ই এফ এবং ই সি আপিলকারীকে ৩১শে আগস্ট ২০১৮ তারিখে একটি কারণ দর্শানোর নোটিশ নং এফ নং জে- ১১০১১/১৩৭/২০০৬-১ক পিটি।। (i) জারি করে, যার ফলে তিনি তার কারখানার অবস্থান পরিবর্তন করে এবং বনভূমিতে দখল করে নির্বাচন কমিশনের বিধান লঙ্ঘন করেছেন।

৬০। ২০১৮ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর ১ নম্বর উত্তরদাতারও ব্যক্তিগত শুনানি হয়। ২০১৮ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর ব্যক্তিগত শুনানির সভাপতিত্বকারী শ্রী জ্ঞানেশ ভারতীকে এমওইএফ ও সিসি থেকে বদলি করা হয়।

৬১। ২০শে সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে, উত্তরদাতা নং ১, আপিলকারীর নির্বাচন কমিশন বাতিল করে একটি আদেশ জারি করেন, যেখানে নং এফ নং জে-১১০১১১/১৩৭/২০০৬-আই এ.।।(I) উল্লেখ করা হয়েছে, কারণ আপিলকারী ২২০ একর বনভূমি দখল করেছেন এবং নির্বাচন কমিশনে নির্ধারিত শর্ত লঙ্ঘন করে পার্বতপুর থেকে ভাগাবন্ধে তাদের কারখানার অবস্থান স্থানান্তর করেছেন।

৬২। আপিলকারী ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টে ২০১৮ সালের ডব্লিউ.পি. (সি) নং ৪৮৫০-এ রিট পিটিশন দাখিল করেন, যেখানে আপিলকারীকে দেওয়া ই সি-এর বাতিলকরণকে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়।

৬৩। ২৭শে সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে হাইকোর্ট ২০শে সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখের আপত্তিকর আদেশের কার্যক্রম, বাস্তবায়ন এবং বাস্তবায়ন স্থগিত করার জন্য একটি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ জারি করে। আদালত প্রাথমিকভাবে দেখেছে যে

ইলেক্ট্রোস্টিল স্টিলস লিমিটেড বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া ৮৮১

[ইন্দিরা ব্যানার্জি, বিচারপতি]

প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘন করে পাস করা বিতর্কিত আদেশ আপিলকারীর ইউনিটের উপর গুরুতর প্রতিক্রিয়া ফেলেছিল যা একটি চলমান ইউনিট ছিল এবং আপিলকারীর প্রতি কুসংস্কার সৃষ্টি করেছিল।

৬৪। ৪ঠা অক্টোবর ২০১৮-এ, আপিলকারী তার অধিকার এবং যুক্তিগুলির প্রতি কুসংস্কার ছাড়াই প্রাক-কার্যকরী ফরেস্ট ক্লিয়ারেন্সের (এফসি) জন্য আবেদন করেছিলেন, '২৭শে নভেম্বর ২০১৯-এ আপিলকারী তার অধিকার এবং বিতর্কের প্রতি কুসংস্কার ছাড়াই একটি "সংশোধিত" ইসির জন্য আবেদন করেছিলেন। ইতিমধ্যে, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮-এ হাইকোর্ট কর্তৃক গৃহীত অন্তর্বর্তীকালীন আদেশটি সময়ে সময়ে বাড়ানো হয়েছিল। এই ধরনের এক্সটেনশনগুলি ১০.১০.২০১৮, ৫.১১.২০১৮, ১১.১২.২০১৮, ৮.১.২০১৯, ২৩.১.২০১৯, ১৬.৫.২০১৯, ২৫.৭.২০১৯ এবং ১৭.১০.২০১৯-এ মঞ্জুর করা হয়েছিল।

৬৫। ১৭ই ডিসেম্বর ২০১৯-এ, এমওইএফ এবং সিসি আপিলকারীর বন পরিবর্তন/ছাড়পত্রের প্রস্তাবের নীতিগত অনুমোদনের জন্য একটি আদেশ পাস করেছে। উক্ত আদেশের কার্যকরী অংশে লেখা আছেঃ-

''রাজ্য সরকারের প্রস্তাবটি যত্ন সহকারে পরীক্ষা করার পর এবং বন উপদেষ্টা কমিরাজ্য সরকারের প্রস্তাবটি যত্ন সহকারে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এবং বন উপদেষ্টা কমিটির সুপারিশ এবং নতুন দিল্লির পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের ভিত্তিতে, কেন্দ্রীয় সরকার এতদ্বারা বন (সংরক্ষণ) আইন, ১৯৮০ এর ধারা -২ এর অধীনে ঝাড়খণ্ড রাজ্যে মেসার্স ইলেক্ট্রোস্টিল স্টিলস লিমিটেডের অনুকূলে ১৮৪.২৩ হেক্টর বনভূমি (১৭৪.৩৯ হেক্টর দখলকৃত (এক্স-পোস্টোস্টো) এবং ৯.৮৪ হেক্টর অকৃত্রিম জমি) অপসারণের জন্য কার্যত 'নীতিগত' অনুমোদন প্রদান করছে, যা নিম্নলিখিত শর্ত পূরণ সাপেক্ষে:

(i) ঘুরিয়ে দেওয়া বনভূমির আইনি অবস্থা অপরিবর্তিত থাকবে; "...

৬৬। ২৬শে ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখের এক আদেশে, ঝাড়খণ্ড হাইকোর্ট নির্দেশ দেয় যে ২০১৮ সালের ডব্লিউ.পি. (সি) নং ৪৮৫০ এবং ২০১৮ সালের ডব্লিউ.পি. (সি) নং ১৮৭৩ এর বিচারাধীন মামলাগুলি ইসি পুনরুদ্ধারের অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যানের ক্ষেত্রে এমওইএফ এবং সিসি-এর বিবেচনার পথে আসবে না এবং আইন অনুসারে যথাযথ সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার মন্ত্রণালয়ের থাকবে। বলবৎ অন্তর্বর্তীকালীন আদেশগুলি বাড়ানো হয়েছে।

৬৭। এরপর ২রা মার্চ ২০২০ তারিখের একটি চিঠির মাধ্যমে, আপিলকারী এম ওঁ ই এফ এবং সি সি কে সংশোধিত ইসি-এর জন্য আপিলকারীর আবেদন বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করেন। ইতিমধ্যে, হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত অন্তর্বর্তীকালীন আদেশগুলি আরও বাড়ানো হয়। ২৬.২.২০২০, ৭.৪.২০২০ এবং ২৯.৫.২০২০ তারিখে প্রদত্ত আদেশগুলির মাধ্যমে অন্তর্বর্তীকালীন আদেশগুলি বাড়ানো হয়।

৬৮। রিট পিটিশনটি ২০২০ সালের ১৯শে জুন শুনানির জন্য ডাকা হয়েছিল যার পরে উত্তরদাতা নং ১-এর পক্ষ থেকে জমা দেওয়া হয়েছিল যে আপিলকারীর সংশোধিত ইসি আবেদনটি যোগ্যতা এবং লঙ্ঘনের ভিত্তিতে বিবেচনার জন্য বিশেষজ্ঞ মূল্যায়ন কমিটির (ইএসি) সামনে রাখা হবে 'কমিটি পরিবেশ (সুরক্ষা) আইন, ১৯৮৬ লঙ্ঘনের জন্য আপিলকারীর বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবে।

৬৯। ২০২০ সালের ৬ই আগস্ট এবং ২০২০ সালের ৭ই আগস্ট ই. এ. সি-র ৩৫তম বৈঠকে আপিলকারীর মামলাটি পেশ করা হয়। আপিলকারীকে কমিটির সামনে অনলাইনে তার প্রস্তাব পেশ করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়।

৭০. বিস্তারিত আলোচনার পর, ই. এ. সি যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রস্তাবটির মূল্যায়ন করে এবং পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন (ই. আই. এ) এবং পরিবেশ পরিচালন পরিকল্পনা (ই. এম. পি) প্রস্তুতির জন্য নির্দিষ্ট শর্তাবলী সহ স্ট্যান্ডার্ড টার্মস অফ রেফারেন্স জারি করার সুপারিশ করে। ই. এ. সি উল্লেখ করে যে এই প্রকল্পটি একটি চলমান ইউনিট এবং ইসি রেফারেন্সের শর্তাবলীতে আরোপিত শর্তাবলী সাপেক্ষে ছিল।

৭১। ৪ঠা সেপ্টেম্বর ২০২০-এ, ঝাড়খণ্ড হাইকোর্ট উত্তরদাতাদের প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষায় অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের মেয়াদ ৮ শতাংশ সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত বাড়িয়েছে। ৮ই সেপ্টেম্বর ২০২০-এ, হাইকোর্ট ১৬ শতাংশ জুলাই ২০১৮ এবং ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮-এর অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের মেয়াদ বাড়ানোর বিষয়ে আদেশ সংরক্ষণ করে এবং ১৬ই সেপ্টেম্বর ২০২০-এ চূড়ান্ত শুনানির জন্য রিট পিটিশনগুলি তালিকাভুক্ত করে।

৭২। ২০২০ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর, উত্তরদাতা নং ১ একটি হলফনামা দাখিল করে যে ইস্পাত কারখানায় বিপুল সংখ্যক কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে বলে বিবেচনা করে অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের মেয়াদ বাড়াতে তার কোনও আপত্তি নেই। শুনানিতে, ২০২০ সালের ১৬৪ই সেপ্টেম্বর জে এস. পি. সি. বি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের মেয়াদ বাড়াতে সম্মত হয়। তবে, হাইকোর্ট ১৬ই সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখের বিতর্কিত আদেশ জারি করে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, পূর্ববর্তী অন্তর্বর্তীকালীন আদেশগুলি অব্যাহত রাখেঃ

(i) এমওইএফ এবং সিসি-র বিশেষজ্ঞ মূল্যায়ন কমিটি বিস্তারিত আলোচনার পরে জানতে পেরেছিল যে আপিলকারী ইআইএ বিজ্ঞপ্তি ২০০৬ এবং সাধারণ শর্ত নং. লঙ্ঘন করেছেন।

(ii) ইসি-র তারিখ ২১.০২.২০০৮।

(ii) এমওইএফ এবং সিসি নির্বাচন কমিশনের অনুমোদনের জন্য টিওআর জারি করার সময় অতীত লঙ্ঘনের জন্য ১৯৮৬ সালের আইনের ১৯ ধারার অধীনে আপিলকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করেছিল। অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের মেয়াদ বাড়ানো পদক্ষেপ স্থগিত রাখার সমান হবে।

(iii) আলেম্বিক ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড বনাম রোহিত প্রজাপতি এবং অন্যান্যরা মামলায়, এই আদালত প্রাক্তন পোস্ট ফ্যাক্টো ইসি-কে অবজ্ঞা করেছিল কিন্তু সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪২-এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য কিছু নির্দেশ পাস করেছিল।

৭৩। একটি অফিস স্মারকলিপি দ্বারা, এফ. নং ২২-২১/২০২০-১A III, তারিখ ৭ই জুলাই ২০২১, এমওইএফ এবং সিসি ইআইএ বিজ্ঞপ্তি ২০০৬ এর অধীনে লঙ্ঘনের মামলাগুলি সনাক্তকরণ এবং হস্তান্তর করার জন্য স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি) জারি করেছে।

৭৪। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে উক্ত অফিস স্মারকলিপিতে লেখা আছেঃ

মন্ত্রক ১৪ই মার্চ, ২০১৭ তারিখে একটি বিজ্ঞপ্তি নম্বর এস.০.৮০৪ (ঙ) জারি করেছিল, যা প্রকল্প বা ক্রিয়াকলাপগুলির ক্ষেত্রে রেফারেন্সের শর্তাবলী এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের প্রক্রিয়াটির বিশদ বিবরণ দেয় যা সাইটে কাজ শুরু করেছে এবং/অথবা পূর্ববর্তী ইসির সীমা অতিক্রম করে উৎপাদন প্রসারিত করেছে বা ইআইএ বিজ্ঞপ্তি, ২০০৬-এর অধীনে পূর্ববর্তী ইসি না পেয়ে পণ্য মিশ্রণ পরিবর্তন করেছে।

২. এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ছয় মাসের জন্য অর্থাৎ ১৪.০৩.২০১৭ থেকে ১৩.০৯.২০১৭ পর্যন্ত প্রযোজ্য ছিল এবং আরও ১৪.০৩.২০১৮ থেকে ১৩.০৪.২০১৮ পর্যন্ত আদালতের নির্দেশের উপর ভিত্তি করে।

৩. দস্তাক এন. জি. ও বনাম সিনোকেম অর্গানিক্স প্রাইভেট লিমিটেড ও অন্যান্যরা বিষয়ে ২০২০ সালের মূল আবেদন নং ২৮৭-এ এবং বিনীত নগর বনাম কেন্দ্রীয় ভূগর্ভস্থ জল কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য বিষয়ে ২০২০ সালের মূল আবেদন নং ২৯৮-এ একই বিষয় সম্পর্কিত আবেদনে, ০৩.০৬.২০২১ তারিখের আদেশে বলা হয়েছে যে, "(...) অতীত লঙ্ঘনের জন্য, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে দূষণকারী বেতন নীতি অনুসারে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে স্বাধীন।''

৪. এছাড়াও, তানাজি বি গাম্বাইয়ার বনাম মহারাষ্ট্র সরকারের মুখ্য সচিব এবং অন্যান্যদের বিষয়ে ও. এ নং.৩৪/২০২০ ডব্লিউ. জেড-এ মহামান্য জাতীয় সবুজ ট্রাইব্যুনাল নির্দেশ দিয়েছে যে "... এই ধরনের ক্ষেত্রে ইসি মঞ্জুর করার জন্য একটি যথাযথ এস. ও. পি নির্ধারণ করা হবে যাতে বর্তমানে অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক আইন ও অনুশীলনের ফাঁকগুলি দূর করা যায়। এম. ও. ই. এফ দেশের সমস্ত এস. ই. আই. এ. এ-এর কাছে এই জাতীয় এস. ও. পি প্রচার করার বিষয়টিও বিবেচনা করতে পারে।"

---

[২] ২০২০ এস. সি. সি অনলাইন এস. সি ৩৪৭

৫. অতএব, লঙঘনের মামলাগুলি মোকাবেলার জন্য মাননীয় এন. জি. টি-র নির্দেশ মেনে একটি স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর (এস. ও. পি) তৈরি করা প্রয়োজন। 'দূষণকারী অর্থপ্রদানের নীতি' এবং 'আনুপাতিকতার নীতি'-র উপর ভিত্তি করে অনুমোদিত কাঠামোগত/পদ্ধতিগত কাঠামোর অভাবে বিচারাধীন 'লঙঘনের' মামলাগুলির বিভিন্ন বিভাগও মন্ত্রকের হাতে রয়েছে। এটি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ যে খেলাপি/লঙঘনকারীদের বিরুদ্ধে বিধিবদ্ধ বিধানের অধীনে ব্যবস্থা নেওয়া হয় এবং প্রকল্প বা কার্যকলাপ বন্ধ করার বিষয়ে বা অন্যথায় দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

৬. মাননীয়া ট্রাইব্যুনালের উপরোক্ত নির্দেশাবলীর তালিকা এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির মধ্যে, বিষয়টি মন্ত্রণালয়ে বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে। সেই অনুযায়ী একটি বিস্তারিত এস. ও. পি তৈরি করা হয়েছে এবং এখানে রূপরেখা দেওয়া হয়েছে। এস. ও. পি মাননীয়া আদালতের পর্যবেক্ষণ/সিদ্ধান্ত দ্বারাও পরিচালিত হয় যেখানে আনুপাতিকতা এবং দূষণকারীদের বেতন প্রদানের নীতিগুলি রূপরেখা করা হয়েছে।''

৭৫. ২০২১ সালের ৭ই জুলাই তারিখে উল্লিখিত অফিস স্মারকলিপি দ্বারা প্রণীত স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর আলেম্বিক ফার্মাসিউটিক্যালস (উপরোক্ত)-এ এই আদালতের রায় সহ বিভিন্ন বিচার বিভাগীয় ঘোষণাকে বোঝায় এবং কার্যকর করে।

৭৬. স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউরের পরিপ্রেক্ষিতে, লঙঘনের ক্ষেত্রে ইসি মঞ্জুর করার প্রস্তাবটি যোগ্যতার ভিত্তিতে বিবেচনা করতে হবে, সম্ভাব্য প্রভাব সহ, আনুপাতিকতা নীতি প্রয়োগ করে এবং দূষণকারী যে নীতি প্রদান করে এবং প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার ব্যয়ের জন্য দায়বদ্ধ।

৭৭। মাদ্রাজ হাইকোর্টের মাদুরাই বেঞ্চ ২০২১ সালের ১৫ই জুলাই ফাতিমা বনাম ভারত ইউনিয়নের মামলায় ডব্লিউপি (এমডি) ১১৭৫৭-এ একটি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ জারি করে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং, পদ্ধতির কার্যকারিতা স্থগিত করেছে।

৭৮। ২০২১ সালের ২৫ শতাংশ আগস্টের একটি আদেশের মাধ্যমে, এমওইএফ ও সিসি আবেদনকারীর আবেদন আপাতত প্রত্যাখ্যান করেছে। কার্যত আবেদনটি স্থগিত রাখা হয়েছে।

৭৯। এমওইএফ আপাতদৃষ্টিতে ইসি-র জন্য আবেদনকারীর আবেদনের বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি, কারণ মাদ্রাজ হাইকোর্টের মাদুরাই বেঞ্চ কর্তৃক জারি করা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর স্থগিত করা হয়েছে, ১৫ই জুলাই ২০২১ তারিখের আদেশ দ্বারা, আলেম্বিক ফার্মাসিউটিক্যালস (উপরোক্ত)-এ এই আদালতের রায় উদ্ধৃত করে।

ইলেক্ট্রস্টিল স্টিলস লিমিটেড বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া ৮৮৫

[ইন্দিরা ব্যানার্জি, বিচারপতি]

৮০। আপিলকারী এই আবেদনে ২০২১ সালের আইএ নং ১২৫২২১ হিসাবে একটি আবেদন দায়ের করেছেন যাতে সংশোধিত ইসির জন্য ২০২০ সালের ৫ই আগস্ট তারিখে আপিলকারীর আবেদন প্রক্রিয়া করার জন্য উত্তরদাতা নং।-এর নির্দেশ চাওয়া হয়েছে।

৮১. এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, পরিবেশ ছাড়পত্র পাওয়ার প্রয়োজনীয়তা মেনে চলার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কোনও আপস করা যাবে না। প্রয়োজনীয় নিয়ম মেনে চলার সাপেক্ষে কোনও প্রকল্প স্থাপন করা যেতে পারে বা সম্প্রসারণের অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। পরিবেশগত দিক থেকে প্রকল্পটি স্থাপনের জন্য সাইটের উপযুক্ততার শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র দেওয়া হয়, এবং পরিবেশগত নিয়ম মেনে চলার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত সুবিধা ও সরঞ্জামের অস্তিত্ব। ভবিষ্যতের প্রজন্মকে রক্ষা করার জন্য, দূষণ আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করা আবশ্যক। কোনও পরিস্থিতিতে দূষণকারী শিল্পগুলিকে অনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালনা এবং পরিবেশের অবনতি করতে দেওয়া যেতে পারে না।

৮২. প্রশ্ন হল, দেশের অর্থনীতিতে অবদানকারী এবং শত শত মানুষের জীবিকা নির্বাহকারী প্রতিষ্ঠানকে কি পরিবেশগত ছাড়পত্র ছাড়াই তার স্থান স্থানান্তরের প্রযুক্তিগত অনিয়মের জন্য বন্ধ করে দেওয়া উচিত, প্রতিষ্ঠানটিকে প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র ও অনুমতি পাওয়ার মাধ্যমে তার কার্যক্রম নিয়মিত করার সুযোগ না দিয়ে, যদিও প্রতিষ্ঠানটি অন্যথায় দূষণ আইন লঙ্ঘন নাও করতে পারে, অথবা দূষণ, যদি থাকে, সুবিধাজনকভাবে এবং কার্যকরভাবে পরীক্ষা করা যেতে পারে। উত্তরটি নেতিবাচক হতে হবে।

৮৩। কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৮৬ সালের আইনের ৩ ধারার অধীনে কোনও প্রকল্প শুরু হওয়ার আগে পরিবেশগত ছাড়পত্রের নির্দেশ সহ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও/অথবা প্রতিরোধের নির্দেশ জারি করার ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে। এই ধরনের পূর্ববর্তী পরিবেশগত ছাড়পত্র অবশ্যই পরিবেশের উপর প্রকল্পের প্রভাব পরীক্ষা করার পরে দেওয়া হয়। প্রাক-কার্যকরী পরিবেশগত ছাড়পত্র সাধারণত দেওয়া উচিত নয়, এবং অবশ্যই জিজ্ঞাসা করার জন্য নয়, একই সময়ে কার্যোত্তর ছাড়পত্র এবং/অথবা অনুমোদন এবং/অথবা ১৯৮৬ সালের আইনের অধীনে বিজ্ঞপ্তিগুলির ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত অনিয়ম অপসারণকে পাণ্ডিত্যপূর্ণ অনমনীয়তার সাথে প্রত্যাখ্যান করা যায় না, একটি চলমান ইস্পাত কারখানার পরিচালনা বন্ধ করার পরিণতি সম্পর্কে অবহেলা করা যায়।

৮৪। ১৯৮৬ সালের আইনটি প্রাক-কার্যকরী পরিবেশগত ছাড়পত্র নিষিদ্ধ করে না। কিছু ছাড় এবং এমনকি আইন অনুসারে প্রাক-কার্যকরী ইসি মঞ্জুর, যথাযথ ক্ষেত্রে বিধি, প্রবিধান বিজ্ঞপ্তি এবং/অথবা প্রযোজ্য আদেশের কঠোর সম্মতিতে, যেখানে প্রকল্পগুলি মেনে চলছে, বা

পরিবেশগত নিয়মাবলীতে মেনে চলতে পারে, আপাতদৃষ্টিতে অগ্রহণযোগ্য নয়। আদালত অর্থনীতি বা প্রকল্পে নিযুক্ত শত শত কর্মচারী এবং অন্যান্য এবং প্রকল্পের উপর নির্ভরশীল অন্যদের জীবিকা রক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবহেলা করতে পারে না, যদি এই ধরনের প্রকল্পগুলি পরিবেশগত নিয়মাবলী মেনে চলে।

৮৫। লাফার্জ উমিয়াম মাইনিং প্রাইভেট লিমিটেড বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া[৩] ("লাফার্জ") মামলায় এই আদালতের তিন জের বেঞ্চের রায় অনুযায়ী (২০১১) ৭ এস. সি. সি ৩৩৮:

'১১৯. এখন সময় এসেছে যে আমরা বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে সাংবিধানিক "আনুপাতিকতা মতবাদ" প্রয়োগ করতে পারি। এটা বলা যায় না যে, পরিবেশ ও তার প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার এমনভাবে হতে হবে যা টেকসই উন্নয়ন ও আন্তঃপ্রজন্ম সমতা নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, কিন্তু এই সমতাগুলির ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য নীতিগত পছন্দগুলি অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। ব্যতিক্রম ছাড়া, প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কিত সিদ্ধান্তগুলি বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার স্বীকৃত নীতির ভিত্তিতে পরীক্ষা করতে হবে। সমস্ত প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি কি বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে? কোনও বহিরাগত কারণ কি সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করেছে? সিদ্ধান্তটি কি কঠোরভাবে আইনের (যদি থাকে) অন্তর্নিহিত আইন প্রণয়নের নীতি অনুসারে হয় যা ক্ষেত্রটি পরিচালনা করে? সিদ্ধান্তটি কি টেকসই উন্নয়নের নীতিগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এই অর্থে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী উক্ত নীতিটি বিবেচনায় নিয়েছেন এবং প্রাসঙ্গিক বিবেচনার ভিত্তিতে একটি ভারসাম্যপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন? সুতরাং, আদালতকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াটি পর্যালোচনা করতে হবে ১০ নিশ্চিত করুন যে এমওইএফ-এর সিদ্ধান্তটি ন্যায্য এবং সম্পূর্ণরূপে অবহিত, সঠিক নীতির উপর ভিত্তি করে এবং কোনও পক্ষপাত বা সংযম থেকে মুক্ত। একবার এটি নিশ্চিত হয়ে গেলে, সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর পক্ষে "প্রশংসার মার্জিন" মতবাদ কার্যকর হবে।''

৮৬। আলেম্বিক ফার্মাসিউটিক্যালস (উপরোক্ত)-এ এই আদালত মন্তব্য করেছেঃ-

"২৭। প্রাক-কার্যকরী ই.সি-র ধারণাটি পরিবেশগত আইনশাস্ত্রের মৌলিক নীতিগুলিকে অবজ্ঞা করে এবং এটি ১৯৯৪ সালের ২৭শে জানুয়ারি তারিখের ই. আই. এ প্রজ্ঞাপনের একটি অভিশাপ।

---

[৩] (২০১১) ৭ এস সি সি ৩৩৮

'কমন কজ "-এর রায়ে বলা হয়েছে,' পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর এবং এটি অপূরণীয় অবক্ষয়ের দিকে নিয়ে যেতে পারে। পূর্ববর্তী ইসি বা প্রাক-কার্যকরী ছাড়পত্র পরিবেশগত আইনশাস্ত্রের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণ হল, ইসি জারি করার আগে, বিধিবদ্ধ বিজ্ঞপ্তিটি পরিবেশের উপর প্রস্তাবিত কার্যকলাপের সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কে অধ্যয়নের পাশাপাশি সতর্কতার সাথে মনের প্রয়োগের নিশ্চয়তা দেয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াটির বিভিন্ন পর্যায় শেষ হওয়ার পরেই একটি ইসি জারি করা যেতে পারে। গণশুনানি, স্ক্রিনিং, স্কোপিং এবং মূল্যায়নের মতো প্রয়োজনীয়তাগুলি সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ার উপাদান যা নিশ্চিত করে যে শিল্প ক্রিয়াকলাপের সম্ভাব্য প্রভাব বা বিদ্যমান শিল্প ক্রিয়াকলাপের সম্প্রসারণ সি সিদ্ধান্ত গ্রহণের গণনায় বিবেচনা করা হয়। একটি প্রাক-কার্যকরী ছাড়পত্রের অনুমতি দেওয়া মূলত একটি ইসি মঞ্জুর ছাড়া শিল্প ক্রিয়াকলাপের পরিচালনাকে ক্ষমা করবে। একটি ইসি অনুপস্থিতিতে, পরিবেশ রক্ষা করবে এমন কোনও শর্ত থাকবে না। উপরন্তু, যদি ইসি শেষ পর্যন্ত প্রত্যাখ্যান করা হয়, তবে পরিবেশের অপূরণীয় ক্ষতি হত। উভয় ক্ষেত্রেই, পরিবেশ আইন একটি প্রাক-কার্যকরী ছাড়পত্রের ধারণাকে সমর্থন করতে পারে না। এটি সতর্কতামূলক নীতির পাশাপাশি টেকসই উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা উভয়েরই বিপরীত হবে।

৮৭। আলেম্বিক ফার্মাসিউটিক্যালস (উপরোক্ত)-এর ক্ষেত্রে, এই আদালত কার্যপরবর্তী ছাড়পত্রগুলি বাতিল করে দেয়, কিন্তু এই আদালত তিনটি শিল্প বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়নি, যার পরিণতি বিবেচনা করে, সেগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই আদালত পর্যবেক্ষণ করতে এগিয়ে যায় এবং বলেঃ-

৪৪। ২০০৩ সালের ১৪ই মে আলেম্বিক ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের ক্ষেত্রে, ২০০৩ সালের ১৭ই জুলাই ইউনাইটেড ফসফরাস লিমিটেডের ক্ষেত্রে এবং ২০০২ সালের ২৩শে ডিসেম্বর ইউনিক কেমিক্যালস লিমিটেডের ক্ষেত্রে তিনটি শিল্প তাদের ইসি পেতে ব্যর্থ হওয়ার ফলে যে সমস্যাটি এখন আদালতকে উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। বৈধ ইসি ছাড়া তিনটি শিল্পের কারখানার কাজকর্ম যেখানে অবস্থিত সেখানে পরিবেশ, বাস্তুসংস্থান এবং জীববৈচিত্র্যের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলত। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ কর্তৃক জারি করা 'সমন্বিত পরিবেশ দূষণ সূচক'[৪] রিপোর্টে '২০০৯-২০১০'-এর জন্য দেশের ৮৮টি স্থানে পরিবেশগত গুণমান বর্ণনা করা হয়েছে।

"সি ই পি আই"

গুজরাট রাজ্যের অঙ্কলেশ্বর, যেখানে তিনটি শিল্প অবস্থিত, সেখানে দূষণের[৫] গুরুতর মাত্রা দেখা গেছে। ২০১১ সালের সিইপিআই-এর অন্তর্বর্তীকালীন মূল্যায়নে, প্রতিবেদনটি 'অঙ্কলেশ্বর অঞ্চলে দূষণের'[৬] অনুরূপ সমালোচনামূলক পরিসংখ্যান নির্দেশ করে। ২০১৩[৭] এবং ২০১৮[৮] সালের সিইপিআই স্কোরও উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি ছিল। এটি একটি ইঙ্গিত যে শিল্প ইউনিটগুলি অনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে এবং আইন অমান্য করে কাজ করছে। শিল্প ইউনিটগুলির পরিচালনার ফলে কিছু পরিবেশগত ক্ষতি অপরিবর্তনীয় হবে। তবে, পরিবেশ রক্ষা ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে যতটা সম্ভব কিছু ক্ষতি সংশোধন করা যেতে পারে।

৪৫. যদিও তিনটি শিল্পের দ্বারা পরিবেশের যে ক্ষতি হয়েছে তার সঠিক পরিমাণ পৃথকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়, তবুও ক্ষতিপূরণের যথাযথ পরিমাপ নির্ধারণের ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি পরিস্থিতি অবশ্যই আদালতের সাথে বিবেচনা করতে হবে। প্রথমত, এটি কোনও বিতর্কের বিষয় নয় যে তিনটি শিল্পই ইসি পেয়েছে, যদিও এটি ১৯৯৪ সালের ইআইএ বিজ্ঞপ্তি এবং উৎপাদন শুরু হওয়ার বেশ কয়েক বছর পরে হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, ইসি-র অনুদানের পরে, তিনটি শিল্পের উৎপাদন ইউনিটই সময়ে সময়ে ক্ষমতা সম্প্রসারণের জন্য ইসি পেয়েছে। তৃতীয়ত, এমওইএফ ১৯৯৮ সালের ৫ নভেম্বর একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে ইসি-র জন্য আবেদন ৩১ মার্চ ১৯৯৯-এর মধ্যে দায়ের করার অনুমতি দিয়েছিল, যা পরে ৩০ জুন ২০০১ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছিল। ১৪ মে ২০০২-এ, বিনিয়োগের সমতুল্য আমানত সাপেক্ষে সময়সীমা ৩১ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছিল। এমওইএফ দ্বারা ইসি প্রাপ্তির জন্য সময় বাড়ানোর বিজ্ঞপ্তিগুলি গোয়া ফাউন্ডেশন (১) বনাম ভারত ইউনিয়ন 'মামলায়[৯] এই আদালতের নজরে আসে। চতুর্থত, যদিও মামলার তথ্যের প্রেক্ষাপটে, লাফার্জ উমিয়াম মাইনিং প্রাইভেট লিমিটেড বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া[১০] (লাফার্জ) মামলায় এই আদালত চুনাপাথর খনির প্রকল্পগুলির ক্ষেত্রে এক্স পোস্ট ফ্যাক্টো ছাড়পত্র দেওয়ার সিদ্ধান্তকে মেঘালয় রাজ্য বহাল রেখেছে।

---

[৫] সি ই পি আই স্কোর-৮৮.৫০

[৬] সি ই পি আই স্কোর-৮৮.৭৫

[৭] সি ই পি আই স্কোর-৮০.৯৩

[৮] সি ই পি আই স্কোর-৮০.২১

[৯] (২০০৫) ১১ এস সি সি ৫৫৯

[১০] (২০১১) ৭ এস সি সি ৩৩৮

লাফার্জ-এ, আদালত এই প্রশ্নের মোকাবিলা করেছিল যে প্রকল্পের প্রবক্তা দ্বারা জমির প্রকৃতি দমন করার অভিযোগে প্রাক-কার্যকরী ছাড়পত্রগুলি কলুষিত হয়েছে কিনা এবং ছাড়পত্র দেওয়ার সময় এমওইএফ দ্বারা মনের প্রয়োগ করা হয়নি কিনা। প্রাক-কার্যকরী ছাড়পত্রগুলি বহাল রাখার সময়, আদালত বলেছিল যে স্থানীয় আদিবাসীরা সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াতে জড়িত ছিল এবং এমওইএফ প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব সম্পর্কিত প্রতিবেদনের মাধ্যমে নিজেকে আশ্বস্ত করার জন্য যথাযথ অধ্যবসায়ের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিল।''

(জোর দেওয়া হয়েছে)

৪৬। ইলেক্ট্রোথার্ম (ইন্ডিয়া) লিমিটেড বনাম প্যাটেল বিপুলকুমার রামজিভাই' মামলায় এই আদালতের তিনজন বিদ্বান জের আরেকটি বেঞ্চ লাফার্জ মামলার সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করার পর এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে যে, জনসমক্ষে শুনানি না করে আবেদনকারীকে সম্প্রসারণের জন্য প্রদত্ত ইসি আইনে বৈধ কিনা। বেঞ্চের পক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জে উদয় উমেশ ললিত এই রায় দেনঃ

"১৯... জনসাধারণের পরামর্শ/গণশুনানি থেকে ছাড় দেওয়া বা বাতিল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াটি সঠিক নীতির উপর ভিত্তি করে ছিল না এবং তাই সিদ্ধান্তটি অবৈধ এবং অনুপযুক্ত ছিল।"

৪৭। আদালত জনসমক্ষে শুনানি ছাড়াই ইসি মঞ্জুর করার ফলাফল নির্ধারণ করার সময় আপিলকারীর ইউনিটটি বন্ধ করার নির্দেশ দেয়নি এবং পরিবর্তে এইভাবে রায় দিয়েছেঃ

২০. একই সঙ্গে, আমরা এই বিষয়টিকেও উপেক্ষা করতে পারি না যে, ২০১০ সালের পরিবেশগত ছাড়পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্পের সম্প্রসারণ করা হয়েছে এবং সিপিসিবি কর্তৃক দাখিল করা হলফনামায় বলা হয়েছে, সিপিসিবি কর্তৃক প্রদত্ত বেশিরভাগ সুপারিশ মেনে চলা হয়েছে। আমাদের বিবেচনায়, জন পরামর্শ/গণশুনানি থেকে অব্যাহতি দেওয়ার সিদ্ধান্তের সেই অংশটি যদি বাতিল করে দেওয়া হয় এবং বিষয়টি জন পরামর্শ/গণশুনানি কার্যকর করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়, তবে ন্যায়বিচারের স্বার্থ হ্রাস পাবে। তবে, যেহেতু সম্প্রসারণ করা হয়েছে এবং শিল্পটি কাজ করছে, তাই আমরা বন্ধ করার আদেশকে উপযুক্ত বলে মনে করি না ও

---

[১১] (২০১৬) ৯ এস. সি. সি. ৩০০

হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী সমগ্র প্ল্যান্টের পরিবেশগত ছাড়পত্র কার্যকর হবে। যদি জনসাধারণের পরামর্শ/গণশুনানি প্রকল্পের সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে নেতিবাচক আদেশ দেয়, তবে কর্তৃপক্ষগুলি নির্দেশ দেবে এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র দ্বারা অনুমোদিত স্তর পর্যন্ত কার্যক্রমের স্কেলিং নিশ্চিত করবে। যদি জনসাধারণের পরামর্শ/গণশুনানি প্রকল্পের সম্প্রসারণের পক্ষে প্রতিফলিত হয়, তবে পরিবেশগত ছাড়পত্র তারিখ ২৭-১-২০১০ ভাল থাকবে এবং সম্পূর্ণরূপে কার্যকর হবে। অন্য কথায়, এই সময়ের মধ্যে যখন সম্প্রসারণ ইতিমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে, এই মামলার অদ্ভুত তথ্যে এবং ন্যায়বিচারের লক্ষ্য পূরণের জন্য, আমরা গণ পরামর্শ/গণশুনানির প্রয়োজনীয়তার প্রকৃতি পরিবর্তন করা উপযুক্ত বলে মনে করি প্রাক-সিদ্ধান্তমূলক থেকে সিদ্ধান্ত-পরবর্তী। আজ থেকে তিন মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দ্বারা গণ পরামর্শ/গণশুনানির আয়োজন করা হবে।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

৪৮। উপরের সিদ্ধান্তগুলি থেকে উদ্ভূত নিয়মাবলীর দ্বারা পরিচালিত হয়ে, এই আদালত এই বিষয়টি লক্ষ্য করেছে যে, যদিও ১৯৯৪ সালের ই. আই. এ প্রজ্ঞাপনের পর বেশ কয়েক বছর ধরে তিনটি শিল্প ই. সি. ছাড়াই কাজ করছিল, তবুও তাদের প্রত্যেকে পরবর্তীকালে বিদ্যমান সক্ষমতা সম্প্রসারণের জন্য সংশোধিত ই. সি সহ ই. সি পেয়েছে। এই ই. সিগুলি ২০০৩ সালের ১৪ই মে (আলেম্বিক ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের ক্ষেত্রে), ২০০৩ সালের ১৭ই জুলাই (ইউনাইটেড ফসফরাস লিমিটেডের ক্ষেত্রে) এবং ২০০২ সালের ২৩শে ডিসেম্বর (ইউনিক কেমিক্যালস লিমিটেডের ক্ষেত্রে) থেকে চালু হয়েছে। উপরন্তু, তিনটি ইউনিটই পরিকাঠামো বিনিয়োগ করেছে এবং তাদের শিল্প ইউনিটগুলিতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করেছে।

৪৯. এই প্রেক্ষাপটে, এই আদালতকে অবশ্যই একটি ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে যা শিল্পগুলিকে অতীতে পরিবেশগত ছাড়পত্র ছাড়াই কাজ বন্ধ করার নির্দেশ না দিয়ে পরিচালনার জন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য করে। ইসিগুলি প্রত্যাহার এবং ইউনিটগুলি বন্ধ করার জন্য এনজিটির নির্দেশগুলি আনুপাতিকতা নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। একই সাথে, বৈধ ইসি ছাড়াই পরিচালিত তিনটি শিল্প ইউনিটের দ্বারা সৃষ্ট পরিবেশগত অবক্ষয়ের বিষয়ে আদালত অবহেলা করতে পারে না। তিনটি শিল্প

ইসি প্রাপ্তির বাধ্যতামূলক ব্যবস্থাকে আইনত এড়িয়ে গেছে। এই ধরনের অসঙ্গতির কারণে তারা দায় এড়াতে পারে না। বাধ্যতামূলক আইনি ব্যবস্থার সাথে অবাধ্যতার জন্য অবশ্যই জরিমানা আরোপ করতে হবে। শিল্পগুলির দ্বারা লঙ্ঘনকে আইনি পরিণতির দ্বারা অবহেলিত রাখা যাবে না। এই পরিমাণটি পরিবেশ পুনরুদ্ধার ও পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা উচিত। পরিবর্তে এবং এনজিটি দ্বারা জারি করা নির্দেশের পরিবর্তে, আমরা মনে করি যে তিনটি শিল্পকে ১০ কোটি টাকা করে ক্ষতিপূরণ জমা করার নির্দেশ দেওয়া ন্যায়বিচারের স্বার্থে হবে। এই পরিমাণটি জিপিসিবি-তে জমা করা হবে এবং যে শিল্পক্ষেত্রে শিল্পগুলি কাজ করে সেখানে পরিবেশের মান উন্নত করতে এবং প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এটি যথাযথভাবে ব্যবহার করা হবে। যদিও আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, নির্দেশিত কারণগুলির জন্য, ইসিগুলি প্রত্যাহার এবং শিল্পগুলি বন্ধ করার নির্দেশটি যুক্তিসঙ্গত ছিল না, আমরা সতর্কতামূলক নীতি অনুসারে পরিবেশ সংরক্ষণের একটি দিক হিসাবে ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশ জারি করেছি। এই নির্দেশগুলি সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪২-এর অধীনে জারি করা হয়েছে, আলেম্বিক ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড, ইউনাইটেড ফসফরাস লিমিটেড এবং ইউনিক কেমিক্যালস লিমিটেড এই রায়ের প্রত্যয়িত অনুলিপি প্রাপ্তির তারিখ থেকে চার মাসের মধ্যে জিপিসিবি-তে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ জমা করবে। এই আমানতটি এনজিটি দ্বারা নির্দেশিত পরিমাণের অতিরিক্ত হবে। উপরোক্ত পরিমাণ জমা এবং নির্দেশিত কারণগুলির সাপেক্ষে, আমরা আপিলের অনুমতি দিই এবং ৮ জানুয়ারী ২০১৬ তারিখের এনজিটি-র বিতর্কিত রায়কে বাতিল করে দিই যতদূর পর্যন্ত এটি ইসি প্রত্যাহার এবং শিল্পগুলি বন্ধ করার পাশাপাশি ১৭ মে ২০১৬ তারিখের পর্যালোচনার আদেশের নির্দেশ দেয়।

৮৭। ২০১৭ সালের ১৪ই মার্চ তারিখের 'এস. ও. ৮০৪ (ই)' বিজ্ঞপ্তিটি অ্যালেম্বিক ফার্মাসিউটিক্যালস (উপরোক্ত)-এর ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা ছিল না। এই আদালত ২০০২ সালের একটি বিজ্ঞপ্তির যথার্থতা এবং/অথবা বৈধতা পরীক্ষা করছিল যা ২৭ * জানুয়ারী, ১৯৯৪ তারিখের ই. আই. এ বিজ্ঞপ্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না, যা 'বিধিবদ্ধ' ছিল। প্রাক-কার্যকরী পরিবেশগত ছাড়পত্র অবশ্য নিয়মিতভাবে দেওয়া উচিত নয়, তবে সমস্ত প্রাসঙ্গিক পরিবেশগত কারণ বিবেচনা করে ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে। যেখানে প্রাক-কার্যকরী অনুমোদনের বিরূপ পরিণতি প্রাক-কার্যকরী অনুমোদনের অনুদানের মাধ্যমে কোনও শিল্পের ক্রিয়াকলাপের নিয়মিতকরণের পরিণতির চেয়ে বেশি হয় এবং শিল্পটি

অন্যথায় আবাসনটি প্রয়োজনীয় দূষণ, নিয়মের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে করা হয়, প্রযোজ্য বিধি, প্রবিধান এবং/অথবা বিজ্ঞপ্তিগুলির সাথে কঠোরভাবে সঙ্গতি রেখে আইন অনুসারে প্রাক-কার্যকরী অনুমোদন দেওয়া উচিত। প্রাক-কার্যকরী অনুমোদন কেবল শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে আটকানো উচিত নয়। বিচ্যুত শিল্পকে 'দূষণকারী অর্থ প্রদান' নীতির ভিত্তিতে ভারী জরিমানা আরোপ করে শাস্তি দেওয়া যেতে পারে এবং এর থেকে পরিবেশ পুনরুদ্ধারের খরচ আদায় করা যেতে পারে।

৮৮। আমাদের মতে, হাইকোর্ট দুই বছর ধরে কার্যকর থাকা অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ বাতিল করে আপত্তিকর আদেশটি পাস করে ভুল করেছে। আপত্তিকর আদেশটি আনুপাতিকতার নীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এটি এমন কোনও মামলা নয় যেখানে পরিবেশগত ছাড়পত্র বা জে এস পি সি বি-এর সম্মতি ছাড়াই ইস্পাত কারখানাটি শুরু করা হয়েছিল। আপিলকারী উপরে উল্লিখিত হিসাবে, মৌজা দক্ষিণ পার্বতপুরে ১৩৫০ একর জমিতে একটি সমন্বিত ইস্পাত কারখানা (৩এম টি পি এ) স্থাপনের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করেছিলেন এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র পেয়েছিলেন। ২১শে ফেব্রুয়ারী ২০০৮ তারিখে পরিবেশগত ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছিল এবং ৫ই মে ২০০৮ তারিখে জে এস পি সি বি কর্তৃক পরিচালনার সম্মতি দেওয়া হয়েছিল।

৮৯. আবেদনকারী যে স্থানের জন্য ইসি এবং সিটিই মঞ্জুর করা হয়েছিল সেখান থেকে ৫.৩ কিলোমিটার দূরে মওজা ভগবন্দে তার স্টিটি প্ল্যান্ট স্থাপন করেছিলেন। আবেদনকারীর যুক্তি হল যে স্থানান্তরটি সামান্য এবং ইআইএ/ই. এম. পি-তে কোনও পরিবর্তন করে না যার ভিত্তিতে ইসি মঞ্জুর করা হয়েছে। স্থানান্তরের জন্য এমওইএফ-এর ২২ জানুয়ারী ২০১০ তারিখের সার্কুলারের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন করে গণশুনানির প্রয়োজন হয়নি।

৯০। উপরোক্ত হিসাবে, আপিলকারীকে সম্বোধন করে ২.১২.২০১১ তারিখের একটি চিঠির মাধ্যমে, এমইএফ নিশ্চিত করেছে যে আপিলকারীর ইস্পাত কারখানাটি পরিবেশগত প্রভাব অঞ্চলের মধ্যে ছিল এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের একটি গণশুনানিতে তাদের মতামত প্রচার করার সুযোগ ছিল। প্রশ্নটি হল আবেদনকারীকে স্থানান্তরিত করার জন্য নতুন পূর্ব ছাড় পেতে হবে নাকি ২২ জানুয়ারী ২০১০ তারিখের উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তির অধীনে ছাড়ের আওতায় ছিল।

৯১। আবেদনকারী বরাবরই জোর দিয়ে বলেছেন যে, সমন্বিত ইস্পাত কারখানার প্রাঙ্গণের কোনও অংশই কোনও বনে নেই। তাই ভারতীয় বন আইন, ১৯২৭ বা বন সংরক্ষণ আইন, ১৯৮০-এর কোনও লঙ্ঘন হয়নি। এমওইএফ আরও নিশ্চিত করেছে যে, সংশ্লিষ্ট ইস্পাত কারখানাটি পরিবেশগত প্রভাব অঞ্চলের মধ্যে ছিল এবং ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের জন শুনানিতে সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। যাই হোক না কেন, জায়গাটি স্থানান্তরিত করার ফলে সত্যিই কোনও পার্থক্য হয়েছে কিনা তা

পরিবেশগত প্রভাবের দৃষ্টিকোণ থেকে যথাযথ কর্তৃপক্ষ/ফোরামের দ্বারা বিবেচনার প্রয়োজন।

৯২। যাই হোক না কেন, আবেদনকারী তার অধিকার এবং এই যুক্তির প্রতি কুসংস্কার ছাড়াই প্রাক-কার্যকরী বন ছাড়পত্র অনুমোদনের জন্য যথাযথভাবে আবেদন করেছেন যে তার ইস্পাত কারখানাটি বনভূমিতে নেই এবং সংশোধিত ইসির জন্যও আবেদন করেছেন। ১৭ ডিসেম্বর ২০১৯-এ, এমওইএফ এবং সিসি বন উপদেষ্টা কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে বন ছাড়পত্রের প্রস্তাবকে নীতিগতভাবে প্রাক-কার্যকরী অনুমোদন দিয়েছে। সংশোধিত ছাড়পত্রের আবেদনটি বিবেচনাধীন রয়েছে। তবে মাদ্রাজ হাইকোর্ট কর্তৃক ৭ই জুলাই ২০২১ তারিখের স্মারকলিপির মাধ্যমে জারি করা স্ট্যান্ডার্ড অপারেশন পদ্ধতির কার্যকারিতা স্থগিত রাখার অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।

৯৩। মাদ্রাজ হাইকোর্টের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশটি ভুল ধারণা বলে মনে হচ্ছে। তবে, এই আদালত সেই অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের আবেদনের শুনানি করছে না। মাদ্রাজ হাইকোর্টের অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ 'মাদ্রাজ হাইকোর্টের আঞ্চলিক এখতিয়ারের বাইরে অঞ্চলগুলিতে প্রকল্পগুলির স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর পরিচালনার জন্য কোনও আবেদন করতে পারে না। তদুপরি, চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটি ৭ জুলাই, ২০২১ এর আগে প্রচলিত আদেশ/বিধি অনুসারে নেওয়া হতে পারে।

৯৪। বিতর্কিত আদেশটি পাস করার সময় হাইকোর্ট ৩০০ জন নিয়মিত এবং ৭০০ জন চুক্তিভিত্তিক শ্রমিকের সমন্বিত ইস্পাত কারখানা বন্ধের পরিণতিকে উপেক্ষা করে। হাইকোর্ট এই বিষয়টিও উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয় যে আলেম্বিক ফার্মাসিউটিক্যালস (উপরোক্ত)-এ এই আদালতের রায়টি তথ্যের দিক থেকে আলাদা ছিল। উপরন্তু, একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার অনুমতি দেওয়া অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের ধারাবাহিকতা বা এমনকি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে সংশোধিত ইসি মঞ্জুর করা 'দূষণকারী অর্থ প্রদান' নীতির ভিত্তিতে জরিমানা আরোপ সহ লঙ্ঘনের জন্য সেই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পথে দাঁড়াতে পারে না। আইবিসি-র ধারা ৩২এ-এর সুযোগ এবং প্রভাব একটি ভিন্ন বিষয়। এই পর্যায়ে আপিলকারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে কিনা বা আপিলকারীর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করা যেতে পারে কিনা, এই প্রশ্নটি এই আদালতের খতিয়ে দেখার প্রয়োজন নেই। বিষয়টি যথাযথ কর্তৃপক্ষ যথাযথ পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে যখন এটি আপিলকারীকে শাস্তি দেওয়ার জন্য বা আপিলকারীর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ পুনরুদ্ধারের জন্য কোনও পদক্ষেপের রায় দেয়। সংশোধিত ইসি, সিটিও ইত্যাদির জন্য আপিলকারীর আবেদন পরিবেশগত নিয়ম অনুসারে কঠোরভাবে বিবেচনা করা হবে।

৯৫। আপিল অনুমোদিত। বিতর্কিত আদেশটি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যর্থী নং আইন অনুসারে সংশোধিত ইসির জন্য আপিলকারীর আবেদনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন, তারিখ থেকে তিন মাসের মধ্যে। এই ধরনের সিদ্ধান্ত মুলতুবি থাকলে, ইসি, এফসি, সিটিই বা সিটিওর অভাবে ইস্পাত কারখানার পরিচালনায় হস্তক্ষেপ করা হবে না।

দেবিকা গুজরাল আপিল অনুমোদিত

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যভারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্যকোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না । সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে , রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামানিক হবে এবং কার্যকারী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে ।

Arfa Banerjee